ইসরায়েলি নেতাদের যুদ্ধাপরাধ বিচারের আহ্বান এরদোগানের

সারে-জমিন

পোস্টমাস্টারকে তালা বন্দি করে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

সরকারি স্কুলে পড়ুয়া কমছে কেন?

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা শুরু ২ ফেব্রুয়ারি

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৬ নভেম্বর, ২০২৩
২৯ কার্তিক ১৪৩০
১ জমাদিয়ল আউয়ল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

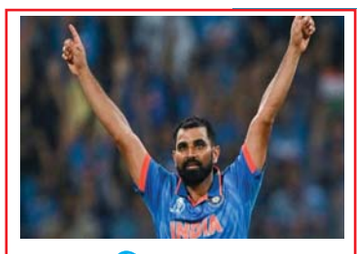

বিশ্বকাপে শামির দ্রুততম ৫০ উইকেট

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 308 ■ Daily APONZONE ■ 16 November 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

বিশেষ নিবন্ধ

রাজনৈতিক হিংসায় ক্রমাগত সংখ্যালঘু মৃত্যু

মুসলিম বিদ্বজ্জনদের বিবেক কি সত্যিই হারিয়ে যাচ্ছে?

জাইদুল হক

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারত অথবা বিশ্ব যেখানেই বিশেষত সংখ্যালঘু মুসলিমরা অত্যাচারিত কিংবা বৈষম্যের শিকার তখনই কলকাতায় মুসলিম বিদ্বজ্জনদের প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা যায়। এছাড়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও ধরনের বিবাদ নিরসনে তারা বার্তা প্রেরণ করেন। এই সকল মুসলিম বিদ্বজ্জনদের মধ্যে সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে বেশ কিছু আলেমকেও দেখা যায়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, রাজ্যে যখনই কোন সাম্প্রদায়িক অশান্তির পরিবেশ তৈরির চক্রান্ত শুরু হয়, তখন তারা দ্বিধাহীনভাবে শান্তি রক্ষার আহ্বান জানান। এমনকি অন্য রাজ্যে যখন সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন কিংবা বৈষম্যের ঘটনা ঘটে, তখন তাদের বিবেক গর্জে ওঠে। মজলুম মুসলিমদের পাশে দাঁড়িয়ে তারা সহমর্মিতাও দেখান। আর যারা নিপীড়কের ভূমিকা নিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হন। তা সে কর্নাটকে হিজাব নিষিদ্ধ, কিংবা গুজরাত দাঙ্গা, দিল্লিতে বুলডোজার চালানো হোক– সব ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ একটা হাতিয়ার হয়ে ওঠে বিদ্বজ্জনদের। এমনকী এ রাজ্যে যখন বিজেপি কিংবার তার দোসর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বজরঙ্গ দল অথবা আরএসএস যখন রামনবমীর নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায় তখন রাজ্যে শান্তি বিরাজের জন্য মুসলিম বিদ্বজ্জনদের আহ্বান করতে দেখা যায়। এমনকি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানানো হয়। উদ্দেশ্যে একটাই, রক্তপাত বন্ধ করা।

বলতে দ্বিধা নেই, বাম আমল থেকে শুরু করে হাল আমলের তৃণমূল সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু প্রাণ গিয়েছে এমন নজির নেই। এর মূলে কিন্তু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের সম্প্রীতি রক্ষার মানসিকতা। তার ফলে, কোনও দাঙ্গার উপক্রম হলেও রাজ্য সরকার কড়া হাতে তা দমনে লেগে পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের এক বড় কৃতিত্ব। কিন্তু তবু এ রাজ্যের মুসলিমদের বহু প্রাণ অকালের ঝরে যাচ্ছে। আর তা ঘটছে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে। সেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের শিকার হওয়া মুসলিমদের সংখ্যাটা কম নয়। এই রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে তেমন কোনও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা না গেলেও নিহতদের প্রায় সিংহভাগই কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের। গত কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক সংঘর্ষগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক সংঘর্ষে যে সব মুসলিমদের মৃত্যু হচ্ছে তাদের ঘাতক কিন্তু মুসলিমরাই।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংঘর্ষের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, যারা রাজনীতির বলি হয়েছেন তাদের প্রায় সবাই হয় মুসলিম কিংবা তফশিলি জাতি বা তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের।সমাজের উপরতলার মানুষদের কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক হিংসার বলি হতে দেখা যায় না। এর পিছনে সবচেয়ে প্রধান কারণ হল অসচেতনতা।

এমনিতেই মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। সচেতনতাও তাদের মধ্যে কম। তারা কোনও সাম্প্রদায়িক অশান্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকলেও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে লড়তে দ্বিধাবোধ করেন না। তাই তাদের প্রাণ সহজেই ঝরে যায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কিংবা সংঘর্ষের কারণে। এর উদাহরণ আমরা সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখেছি। যে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের সিংহভাগই কিন্তু মুসলিম।

> এ রাজ্যের মুসলিমদের বহু প্রাণ অকালের ঝরে যাচ্ছে। আর তা ঘটছে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে। সেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের শিকার হওয়া মুসলিমদের সংখ্যাটা কম নয়। এই সংঘর্ষের মধ্যে তেমন কোনও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখা না গেলেও নিহতদের প্রায় সিংহভাগই কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের।

আর তাদের মৃত্যু হয়েছে মুসলিমদেরই হাতে। রাজনীতি করতে গিয়ে নির্মমতার নিদর্শন হয়ে উঠছে গ্রামবাংলার মুসলিমরা। বগটুই কাণ্ড দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেই ট্র্যাডিশন কিন্তু সমানে চলছে। সর্বশেষ উদাহরণ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের দলুয়াখাকি। দলুয়াখাকিতে শাসক দলের এক মুসলিম নেতা ফজরের নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। আরা যারা মেরেছে তারা কিন্তু সবাই মুসলমান। এমনকী এই খুনের প্রতিক্রিয়ায় বগটুইয়ের মতো যে ২০-২৫টি বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে তাদেরও সবাই কিন্তু মুসলমান। এক্ষেত্রেও কিন্তু রাজ্যের মুসলিম বিদ্বজ্জনদের মন কেঁদে ওঠে না। যারা কথায় কথায় নানা ঘটনার বিবৃতি দিয়ে থাকেন তাদের মুখে এই ধরনের হত্যার নিন্দা করতে দেখা যায় না। এমনকী মুসলিমদের প্রতি কোনও বার্তা দেওয়া হয় না– তারা যেন এধরনের আত্মঘাতী হিংসার পথে না এগোন। অথচ, আমরা একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে বুঝতে পারা যাবে কিভাবে রাজনীতির নামে মুসলিমদের অবাধে প্রাণ যাচ্ছে।, তা সে নির্বাচনের সময় হোক কিংবা নির্বাচন পরবর্তীতে হোক কিংবা অন্য সময়ে হোক।

বাম আমল কিংবা তৃণমূল শাসন সব সময়ই যে রাজনৈতিক হত্যার সিংহভাগ শিকার মুসলিমরা তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

গত দু দশকের দিকে তাকালে দেখা যাবে বাম আমলেও রাজনৈতিক হত্যায় মুসলিমদেরই আধিক্য ছিল, আজও আছে।

নথি বলছে, ২০০১ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের ছোট আঙারিয়ায় যে ১১জনকে রাজনৈতিক কারণে পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটে তাদের সবাই মুসলিম। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মৃত্যু ছাপিয়ে যায় ২০০৩ সালে। ২০০৩ সালে পঞ্চয়েত নির্বাচনে প্রাণ হারান ৭৬জন, ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রাণ হারান ৩৯জন, ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রাণ হারান ২৯ জন, আর ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রাণ হারান প্রায় ৫০জন। বলতে দ্বিধা নেই, সব ক্ষেত্রেই নিহতদের তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে মুসলিমরাই। এই মুসলিমদের রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিম বিদ্বজ্জনদের সম্মিলিতভাবে আহ্বান জানাতে দেখা যায় না। অথচ আমরা দেখতে পাই এই সকল মুসলিম বিদ্বজ্জনদের মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রভাব রয়েছে। দুঃখের বিষয় তাদের নজর শুধু প্রায় কলকাতা কেন্দ্রিক। কলকাতায় বসে গ্রামবাংলার দিকে নজর দেওয়ার দিকে অনাগ্রহই স্পষ্টমান। তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তাদের ভূমিকা নিয়ে। ছোট আঙারিয়া, বগটুই কিংবা জয়নগরের গ্রাম, কোথাও কিন্তু এই সকল বিদ্বজ্জনদের ছুটে যেতে দেখা যায় না রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে। দেখা যায় না সেখানে গিয়ে মুসলিমদের বোঝানো রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে এড়িয়ে চলার জন্য। সচেতন অন্য সম্প্রদায়ের দেখে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, সাবধান হওয়া উচিত। সেই ভাবনা এই সব গ্রাম বাংলার নিতান্ত অবোধ মুসলিমদের ভাবাবে কে? যেসব মুসলিম বিদ্বজ্জনদের বিভিন্ন সময় কলকাতার রাজপথে সরব হতে দেখা যায় তাদের নজর শহর কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাদের সঙ্গে গ্রাম বাংলার শিকড়ের সম্পর্ক নেই বললে চলে। কদাচ, একটি দুটি ক্ষেত্রে গ্রাম্য এলাকায় সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে আর্জি জানিয়ে থাকেন। কিন্তু রাজনৈতিক হিংসায় লিপ্ত হয়ে পড়া মুসলিমদের হেদায়েতের বার্তা দিতে তাদের দেখা যায় না। অথচ, মুসলিম বিদ্বজ্জনদের মধ্যে যেমন বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, আলেম আছেন, তেমনি সমাজকর্মীও আছেন। তাদের বার্তা মুসলিম সমাজ খুবই গুরুত্ব সহকারে নিয়ে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক হিংসায় মুসলিমদের হাতে মুসলিমদের গণহারে প্রাণ যাওয়ার পরও তাদের মন কেঁদে ওঠে না, তারা কোনো প্রতিবাদে সরব হন না। তাই প্রশ্ন, কবে মুসলিম বিদ্বজ্জনদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠবে? কবে তারা পিছিয়ে পড়া ও শিক্ষার আলোয় না থাকা মুসলিমদের প্রতি বার্তা দেবেন, ইসলাম হিংসাকে পছন্দ করে না, তোমরাও সেই পথ অনুসরণ করো, রক্তপাত বন্ধ করো। আর সেই বার্তা গ্রাম বাংলার মুসলিমদের কাছে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এভাবে রাজনৈতিক হিংসায় মুসলিমদের প্রাণ যেতেই থাকবে।

শচিনের সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি, শামির আগুন ঝরানো সাত উইকেট

নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত

আপনজন ডেস্ক: একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির একক মালিকানা এখন বিরাট কোহলির। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে শতরান করে তেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে গিয়ে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে মোট সেঞ্চুরিতে এককভাবে চূড়ায় বসলেন তিনি। তেন্ডুলকারের শহরে তেন্ডুলকারের সামনেই তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিলেন কোহলি। ওয়ানডেতে তেন্ডুলকারের সেঞ্চুরি ৪৯ আর কোহলির ৫০। তিন অংকের জাদুকরী স্কোর ছুঁয়েছেন শ্রেয়াস আয়ারও। কোহলির রেকর্ড গড়া শতরানের সঙ্গে শ্রেয়াস আয়ারের বিস্ফোরক শতরান এবং শুভমান গিলের হাফসেঞ্চুরিতে প্রথম সেমিফাইনালে ৩৯৭ রানের পাহাড় গড়ে ভারত। বিশ্বকাপে নকআউট পর্বে যা সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর। ওই রান তাড়া করে ড্যারিল মিচেলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরির পরও ৩২৭ রানে থেমেছে নিউজিল্যান্ড।

৭০ রানের জয়ে ২০১১ সালের পর আবার ফাইনালে উঠল দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত।

অন্যদিকে ওয়ানডে বিশ্বকাপে টানা দুটি ফাইনাল খেলে এবার সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল কিউইরা। ২০১৯ বিশ্বকাপে এই নিউজিল্যান্ডের কাছে সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছিল ভারত। একই মঞ্চে এবার কিউইদের হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিল রোহিত শর্মার দল। ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ৭ উইকেট পান শামি। এতে ২৩ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি।

ওয়াংখেড়েতে টস জিতে নিজেরা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রোহিত শর্মা। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ভারতকে দারুণ শুরু এনে দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তকে যথার্থও প্রমাণ করেন ভারত অধিনায়ক। শুভমান গিলকে নিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে ৮.২ ওভারে ৭১ রান যোগ করে টিম সাউদির বলে কেন উইলিয়ামসনকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন রোহিত। ৪টি করে ছক্কা এবং চারে ২৯ বলে ৪৭ রান করেন রোহিত। রোহিত ফেরার পর রানের চাকা সচল রাখেন শুভমান গিল ও বিরাট কোহলি। ৮৬ বলে তাঁরা যোগ করেন ৯৩ রান। শতরানের পথেই হাঁটছিলেন শুভমানও। কিন্তু পায়ের পেশিতে টান লাগায় তিন অংকের স্কোর ছোঁয়ার আর সুযোগ পাননি তিনি। মাঠ ছাড়ার পর আবার ব্যাটিংয়ে নামলেও ৩টি ছক্কা এবং ৮টি চারে ৬৬ বলে ৮০* রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন ভারতীয় এই ব্যাটার। চোটের জন্য শুভমান না পারলেও কোহলি ঠিক ছুঁয়েছেন তিন অংকের জাদুকরী স্কোর। ১০৬ বলে ৮টি চার এবং ১টি ছক্কায় সেঞ্চুরি পূরণ করেন তিনি। ওয়ানডেতে মোট সেঞ্চুরিতে তিনি পেছনে ফেললেন কিংবদন্তী তেন্ডুলকারকে। এই সংস্করণে সেঞ্চুরির হাফসেঞ্চুরি কীর্তিটা শুধু কোহলিরই। শেষ পর্যন্ত ১১৩ বলে ৯টি চার এবং ২ ছক্কায় ১১৭ রান করে টিম সাউদির বলে ডেভন কনওয়ের তালুবন্দী হয়েছেন তিনি। শুভমান গিলের সঙ্গে নব্বই ছাড়ানো জুটির পর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে শ্রেয়াস আয়ারকে নিয়ে ১২৮ বলে ১৬৩ রানের বড় একটা জুটি গড়ে ভারতকে বড় স্কোর গড়ায় অগ্রনী ভূমিকা রাখেন কোহলি।

সেঞ্চুরি করেছেন আয়ারও। শুরু থেকে আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন আয়ার। ৪ ছক্কায় ৩৫ বলে তিনি পূরণ করেন হাফসেঞ্চুরি। আর সেঞ্চুরি পূরণ করেছেন ৬৭ বলে। পরের পঞ্চাশ নিতে বল খেলেছেন ৩২ টি। ৮টি ছক্কা এবং ৪টি চারে খেলা তাঁর ৭০ বলে ১০৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস এবং লোকেশ রাহুলের ২০ বলে ৩৯* রানের ক্যামিওতে চার শ ছুঁই ছুঁই হয় ভারতের স্কোর। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৩টি উইকেট নিয়েছেন টিম সাউদি। আয়ারের উইকেটটি নিয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট।

ভারতের রান পাহাড় ডিঙাতে নেমে মোহাম্মদ শামির জোড়া আঘাতে ৩৯ রানে ২ উইকেট হারিয়ে নড়বড়ে শুরু করে নিউজিল্যান্ড। তবে কেন উইলিয়ামসন ও ড্যারিল মিচেলের ব্যাটে শুরুর ধাক্কা সামলে জয়ের আশাও হয়তো দেখছিল কিউইরা। কিন্তু ৬৯ রান করা উইলিয়ামসনকে ফিরিয়ে জুটিটা ভাঙার পর শামি একই ওভারে টম লাথামকেও ফেরালে আবার চাপে পড়ে কিউইরা। তাদের হারানো প্রথম চার উইকেটই নেন শামি। ২২০ রানে চতুর্থ উইকেট হারানোর পর গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে একটা হাফসেঞ্চুরির জুটি গড়েন সেঞ্চুরিয়ান মিচেল। ৪১ রান করে বুমরাহর বলে রবীন্দ্র জাদেজাকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ফিলিপস। অন্য প্রান্তে তাঁর সাবলিল ব্যাটিং করলেও দলের হার এড়াতে পারেননি মিচেল। বিফলে গেছে তার ১১৯ বলে ১৩৪ রানের ইনিংসটি। মোহাম্মদ শামি একাই নেন ৭ উইকেট।

কর্নাটকে হিজাব নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না, জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী সুধাকর

আপনজন ডেস্ক: কর্নাটকের শিক্ষামন্ত্রী এম সি সুধাকর জানিয়েছেন, সরকারি চাকরিতে শূন্যপদ পূরণের জন্য আসন্ন পরীক্ষায় হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হবে না। সুধাকর বুধবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, হিজাব বা প্রার্থীরা যে কোনও ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরতে পারেন তার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। অতীতের পরীক্ষা থেকে কিছুই বদলায়নি। তিনি বলেন, আমরা সবসময় প্রার্থীদের হিজাব পরার অনুমতি দিয়েছি। ২৮, ২৯ অক্টোবর এবং ৬ নভেম্বর রে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে সুধাকর বলেন, এটা অব্যাহত থাকবে।

কর্নাটক এক্সামিনেশন অথরিটির (কেইএ) জারি করা একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে, আগামী ১৮ ও ১৯ নভেম্বরেরপ্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মাথা ও কান ঢেকে রাখা টুপি, স্কার্ফ বা হেডড্রেস ব্যবহার করা যাবে না। হিজাবের কথা উল্লেখ না করলেও মঙ্গলবার আসাদউদ্দিন ওয়াইসি ও ওমর আবদুল্লাহর মতো নেতারা রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রী সুধাকর বলেন, তেলেঙ্গানা ও কাশ্মীরের এই মহান নেতারা এটাকে নির্বাচনী ইস্যু বানানোর চেষ্টা করেছেন। যদি হিজাব নিষিদ্ধ করা হত, তাহলে কেইএ সার্কুলারে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করত। ওয়াইসির অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন এই মাসে তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কেইএ সার্কুলারে পরীক্ষার হলে সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও ব্লুটুথ ডিভাইস, ইয়ার ফোন, পেনড্রাইভ এবং খাবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কেইএ কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক পরীক্ষায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী সহজেই লুকানো ইন-ইয়ার ব্লুটুথ ডিভাইসের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে, সুধাকর বলেন যে সমস্ত পরীক্ষার্থীকে স্বাভাবিক এক ঘন্টার পরিবর্তে দুই ঘন্টা আগে তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশনা নিয়ে মন্ত্রী সুদাকর আরও বলেন, শুধু যারা হিজাব পরিধান করছেন তারাই নন, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে কমপক্ষে দুই ঘন্টা আগে উপস্থিত থাকতে হবে। কেউ যাতে কোনও নিষিদ্ধ জিনিস বহন করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি করা হয়েছে। কেইএ সার্কুলারের অস্পষ্টতার কারণেই এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে সুধাকর বলেন, সম্ভবত, হ্যাঁ। তিনি বলেন, সাধারণত আমি এই সার্কুলারগুলি দেখি না যা নিয়মিত জারি করা হয়। তবে এখন থেকে আমাকে সেগুলি মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩০৮ সংখ্যা, ২৯ কার্তিক ১৪৩০, ১ জমাদিয়ল আউয়ল, ১৪৪৫ হিজরি

সমস্যাবিহীন জীবন

সমস্যাবিহীন জীবন হইল পাঠছাড়া স্কুলের ন্যায়। অর্থাৎ, চলার পথে সমস্যা থাকিবেই। মুশকিল হইল, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান না করিয়া তাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা মহাসর্বনাশ ডাকিয়া আনে সর্বদাই। উপরন্তু, জুতসই সমাধান টানিতে না পারিলে নূতন নূতন সমস্যা হাজির হইয়া পরিস্থিতিকে অধিক জটিল ও কঠিন করিয়া তোলে। আজিকার বিশ্বের চিত্র কী? চর্তুদিক হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া ধরিয়াছে নানাবিধ সমস্যা-সংকট। ইউক্রেন যুদ্ধ দুই বত্সরের গণ্ডি অতিক্রম করিতে যাইতেছে, তথাপি সংঘাত বন্ধের তথা সমাধানের কার্যকর রাস্তার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইহার মধ্যে আবার নূতন সমস্যার উদয় ঘটিয়াছে হামাস-ইসরাইল সংঘাতের পিঠে চড়িয়া। অন্যান্য অঞ্চলও বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত। চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে ঘনীভূত এই সকল সংঘাত বিশ্বের জন্য যে কী ধরনের বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে, তাহাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয়। কাহার কারণে বা কোন পক্ষের দোষে সংঘাত বাধিতেছে, তাহা বড় প্রশ্ন নহে; পৃথিবী ক্রমাগত সংকটের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হইতেছে এবং তাহা হইতে উত্তরণের পথও অজানা–কঠিন বাস্তবতা ইহাই। গভীরভাবে লক্ষণীয়, একটি করিয়া সংকট ঘাড়ে চাপিতেছে এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি না পাইতেই নূতন প্রতিকূলতার মুখে পড়িতেছে বিশ্ব! ইহার ফলে জ্বালাইয়া মারিতে থাকা পূর্বের সমস্যা অধিক বন্ধুর, বিপৎসংকুল হইয়া উঠিতেছে নূতন সমস্যার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া। সংঘাত-সংঘর্ষের গহ্বরে পরিণত হইয়া বিশ্ব যেন হইয়া উঠিতেছে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ইহা তো মহাবিপদের পদধ্বনি!

মনে রাখিতে হইবে, ইউক্রেন সংকটের কারণে বিশ্বব্যাপী মন্দাভাব পরিলক্ষিত হইতেছে দীর্ঘ সময় ধরিয়া। খাদ্যাভাব তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে ক্রমবর্ধমান হারে। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আবারও ইউক্রেনের শস্যভান্ডারে হামলা চালাইয়াছে রুশ সেনারা। ইউক্রেনের খাদ্যশস্য অবরুদ্ধ হইয়া যাইবার কারণে বিশ্ব এমনিতেই অবর্ণনীয় খাদ্যসংকটের সম্মুখীন বিধায় ইহা বৃহত্ সংকটের পূর্বাভাস হইয়া প্রতিঘাত করিতেছে সর্বময়। তাহা ছাড়া সংকট বাড়িলে জ্বালানির সংকট বাড়িবে অনিবার্যভাবে। এই যে সংকট, ইহা তো এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই–যাহার নিরুপায় সাক্ষী গোটা বিশ্ব। এবং অসহায় বিশ্ববাসী ইহাও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, নূতন সংকটের উদয়ে অনেক বড় সংকট ঢাকা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে! ইহার ফলে কী ঘটিবে? বিশ্বকে ক্রমাগত আচ্ছাদিত করিবে সংকটের বেড়াজাল। অনিশ্চয়তার প্রহরে প্রলাপ গুনিবে ভুক্তভোগী বিশ্ব। পরিতাপের বিষয়, এই আশঙ্কাকে আমলে লইতেছি না আমরা, হাঁটিতেছি না সমাধানের পথে।

কোনো সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সেই সমস্যার শাখা-প্রশাখায় বিচরণ না করিয়া বরং মাটি খুঁড়িয়া উহার একদম গভীরে, শিকড়ে প্রবেশ করিতে হয়–ইহা গুণীজনের হিতোপদেশ। আমরা সমস্যা ঠিকই অনুধাবন করিতেছি, সমস্যায় জর্জরিত হইয়া অস্তিত্বের জ্বালামুখে রহিয়াছি; কিন্তু সংকটের রাস্তা খুঁজিয়া পাইতেছি না কিংবা সংকট উত্তরণে জোর চেষ্টা চালাইতেছি না! তাহা হইলে হিসাব কী দাঁড়াইতেছে? সমস্যা-সংকট কী জিয়াইয়া রাখিতে চাহিতেছি কোনো না কোনোভাবে? অথচ সংকট কাটাইতে না পারিলে উহা সকলকেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিবে।

বৈশ্বিক অস্থিরতার কারণে দেশে দেশে সমস্যা, সংকট বাড়িতেছে। উন্নয়নশীল বিশ্ব পড়িয়াছে মহাবিপদে। এইখানে সমস্যার অন্ত নাই। জাতীয় জীবনকে অস্থিতিশীল করিয়া তুলিতেছে নানামুখী সমস্যা। ব্যক্তিগত জীবনও বিপর্যস্ত হইতেছে নানাভাবে। এইভাবে চলিতে থাকিলে সভ্যতার সংকট শুরু হইবে–যাহার বীজ মাটি ফুঁড়িয়া বের হইবার উপক্রম! সুতরাং সহজ হিসাব হইল, সংকট যত বাড়িবে, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বাড়িবে তত অধিক। ইহার ফলে রক্ত ঝরিবে, সম্পদের অপচয় ঘটিবে এবং বিশেষ করিয়া বিশ্ব পড়িবে বুভুক্ষু পরিস্থিতির মুখে। অর্থাত্, আমরা যে মহাসংকটের পেটে চলিয়া যাইতেছি, তাহা হইতে মুক্তির রাস্তা একটাই–হানাহানির রাস্তা পরিহার করিয়া বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করা, মানবতার পথে হাঁটা। সমস্যা আড়াল করিলে কিংবা সমাধানের পথ এড়াইবার চেষ্টা করিলে তাহা কেবল সমাধানের সঙ্গে দূরত্বই বাড়াইবে।

রাশিয়ার সবচেয়ে ‘ভয়ংকর’ লোকটার উত্থান যেভাবে

রুশ রিপাবলিক অব চেচনিয়ার নেতা রমজান কাদিরভ সম্প্রতি পুলিশকে ক্ষমতা দিয়েছেন, চেচনিয়ার রাস্তায় ফিলিস্তিনের পক্ষে কোনো প্রতিবাদ হলে পুলিশ তাঁদের গুলি করে হত্যা করতে পারবে। প্রতিবেশী রুশ রিপাবলিক অব দাগেস্তানে গত ২৯ অক্টোবর সেমেটিক-বিরোধী দাঙ্গার ঘটনায় কাদিরভ এ আদেশ দেন। ফিলিস্তিনিদের প্রতি কাদিরভের সমর্থন নেই, সেটা নয়। তাহলে তিনি কেন এমন আদেশ দিয়েছেন? লিখেছেন **আনিয়া ফ্রি।**

রুশ রিপাবলিক অব চেচনিয়ার নেতা রমজান কাদিরভ সম্প্রতি পুলিশকে ক্ষমতা দিয়েছেন, চেচনিয়ার রাস্তায় ফিলিস্তিনের পক্ষে কোনো প্রতিবাদ হলে পুলিশ তাঁদের গুলি করে হত্যা করতে পারবে। প্রতিবেশী রুশ রিপাবলিক অব দাগেস্তানে গত ২৯ অক্টোবর সেমেটিক-বিরোধী দাঙ্গার ঘটনায় কাদিরভ এ আদেশ দেন।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি কাদিরভের সমর্থন নেই, সেটা নয়। তাহলে তিনি কেন এমন আদেশ দিয়েছেন? কাদিরভ আসলে দেখাতে চান, চেচনিয়ার (একসময়ে বিদ্রোহী-অধ্যুষিত) ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের মুঠোটি শক্ত রয়েছে এবং তিনি চাইলেই তাঁর অসীম ক্ষমতা দেখাতে পারেন। কাদিরভ দেখাতে চান, তাঁর এই ক্ষমতা চেচনিয়ার সীমানার মধ্যেই শুধু আবদ্ধ নয়, উত্তর ককেশাসের মুসলিম দেশগুলোতেও তার বিস্তার।

রাশিয়াজুড়ে কাদিরভ একজন ভয়ংকর ও সমীহ জাগানো ব্যক্তি। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর সেটা আরও বেড়েছে। রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। এই যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ থেকে তাঁর অবদানের কারণেই সেটা হয়েছে।

উত্তর ককেশাসের ছোট্ট এই প্রজাতন্ত্রের নেতা কাদিরভ কীভাবে রাশিয়ার এত ভয়ংকর ব্যক্তিতে পরিণত হলেন?

রাশিয়ার ইতিহাস ও চেচনিয়ার রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমরা মনে করি, কাদিরভের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক বৈধতার ভিত্তি হলো তাঁর নিষ্ঠুর সেনাবাহিনী, জবাবদিহির অভাব, পুতিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার।

নিষ্ঠুর ক্ষমতার উত্থান

রমজান কাদিরভের বাবা আখমাদ কাদিরভ ১৯৯০-এর দশকে চেচনিয়ার একজন মুফতি ছিলেন। তিনি ও তাঁর ছেলে রমজান কাদিরভ ছিলেন চেচনিয়ার স্বাধীনতাসংগ্রামের কট্টর সমর্থক। যাহোক, ১৯৯৪-৯৬ সালে প্রথম চেচনিয়া যুদ্ধে স্বাধীনতাপন্থী সরকারের সঙ্গে আখমাদের বিরোধ হয়। সেই বিরোধের সূত্র ধরে তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের বলয়ে ঢুকে পড়েন।

দ্বিতীয় চেচনিয়া (১৯৯৯-২০০৯) যুদ্ধের সময় পুতিন চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতায় বসান আখমাদকে। দ্বিতীয় চেচনিয়া যুদ্ধে আখমাদের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা বাড়ে তাঁর আগ্রাসী ভূমিকার কারণে।

২০০৪ সালে আখমাদ খুনের শিকার হন। সে সময় রমজানের বয়স ২৭ বছর।

চেচনিয়ার বৈধভাবে ক্ষমতায় বসার জন্য তাঁর বয়স তখনো তিন বছর কম। এই তিন বছরকে তিনি তাঁর ক্ষমতা সংহত করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। সেটা অর্জনের জন্য তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেন, যাঁরা তাঁর বাবার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কয়েকজনকে নীরব করে দেন। কয়েকজনকে নির্বাসনে পাঠান। অন্যদের খুন করা হয়।

২০০৭ সালে বয়স ৩০ হলে রমজানকে চেচনিয়ার সরকারপ্রধান করা হয়। সে সময় রাশিয়া তাদের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে চেচনিয়ার সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানে পাঠিয়েছিল। চেচনিয়ার সব ধরনের নিরাপত্তা-সম্পর্কিত সমস্যা ধৈর্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ নেন কাদিরভ। একটা অনুগত সেনাবাহিনী গঠন করতে সফল হন তিনি।

উঁচু পেশাদারিত্বের কারণে আধা সামরিক বাহিনী স্থানীয়ভাবে ‘কাদিরভিস্তি’ নামে পরিচিত। তাঁরা প্রাইভেট সেনাবাহিনী হিসেবে কাজ করে। চেচনিয়ার ভেতরে ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন এবং সীমানা পেরিয়ে কাদিরভের প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার কাজটি তাঁরা করেন। কাদিরভের ঘনিষ্ঠ সেনারা রুশবিরোধী নেতা, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও অন্যদের খুনের সঙ্গে জড়িত। যদিও কাদিরভ এসব হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে আসছেন।

রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সমর্থনে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে কাদিরভ তাঁর সেনাদের প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে পাঠান। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলে সংঘাত শুরু হলে তিনি সেখানেও তাঁর সেনাদের পাঠান। ২০২২ সালে ইউক্রেন আগ্রাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসব ভূমিকা পুতিনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সমর্থকদের মধ্যে কাদিরভের অবস্থান আরও পোক্ত করে।

পুতিনের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য

১৯৯৯ সালে পুতিনের ক্ষমতায় বসার বছরটিকে চেচেনের স্বাধীনতাসংগ্রামে সমাপ্তির শুরুর বছর বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পুতিনের শাসনকালে কাদিরভ ও তাঁর সঙ্গীরা রুশ রাষ্ট্রের ভেতর অভূতপূর্ব মাত্রার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেন। এই স্বায়ত্তশাসন ভোগ করার বড় কারণ হলো, পুতিনের সঙ্গে কাদিরভের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আখমাদ কাদিরভের মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যে রমজান ক্রেমলিনে হাজির হন। পুতিন খুব আন্তরিকভাবে তরুণ কাদিরভকে আলিঙ্গন করে নেন। সে ঘটনাই পুতিন ও কাদিরভের মধ্যে যে শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক-মক্কেল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল।

প্রবল আনুগত্য এবং উত্তর ককেশাসের বিদ্রোহ দমনে সফলতার কারণে- চেচনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কাদিরভের ওপর ছেড়ে দেন পুতিন। চেচনিয়ার অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য পুতিন ব্যাপক ভর্তুকি দেন। এর ফলে দু-দুটি যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া চেচনিয়া পুনর্গঠন করতে সক্ষম হন কাদিরভ। এর মাধ্যমে কাদিরভ নিজে প্রভূত সম্পদের মালিক হন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও প্রচুর সম্পদের মালিক হন।

কাদিরভ সুফিবাদী পারিবারিক আবহে বেড়ে ওঠেন। কাদিরভের আমলে চেচনিয়ায় সুফিবাদী ইসলামের বিকাশ হয়েছে। সুফিবাদই সেখানে ইসলামের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ঘরানা।

কাদিরভ চেচনিয়ার ভেতরে ধর্মকে তাঁর সমর্থক গোষ্ঠীকে মোহাবিষ্ট করতে এবং তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে ব্যবহার করেন। মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণের মাধ্যমে তিনি ইসলামি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়েছেন। পোশাকের কঠোর বিধিবিধানসহ জনপরিসরে জনগণ কী ধরনের ধর্মীয় আচরণ করবে, সে নির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে এবং রাশিয়ার ভেতরে রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করতেও ইসলামকে ব্যবহার করছেন কাদিরভ।

ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা হামলার ঘটনায় তিনি ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেন। শান্তি রক্ষা মিশনে সেখানে তাঁর সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দেন।

কাদিরভ মনে করেন, ইউক্রেনে তাঁর সেনারা ‘পশ্চিমা শয়তানি মতাদর্শের’ বিরুদ্ধে পবিত্র জিহাদে অংশ নিচ্ছেন। তিনি মাঝেমধ্যেই চেচনিয়ার মসজিদগুলো থেকে ভিডিও পোস্ট করছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে, লোকজন ইউক্রেনে রাশিয়ার বিজয় ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করছে।

২০১১ সালে কাদিরভ খুব বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘আমিই বস! আমিই স্টিয়ারিংয়ের চাকা!’ এই ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার চার বছরের মাথায়। এর পর থেকে তিনি বারবার মানবাধিকার ও আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত করে আসছেন। তাঁর সমর্থকেরা অপহরণ, নির্যাতন ও চেচনিয়ার লোকজনের কাছ থেকে অর্থ লুণ্ঠনে জড়িত।

নিজের কর্তৃত্বে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, এমন কোনো জন-অসন্তোষকে কাদিরভ নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে প্রস্তুত। পুতিনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের পেছনে কাদিরভের নিজস্ব অ্যাজেন্ডা আছে। সেখানে তাঁকে দুর্বল দেখাক, কাদিরভ সেটা চান না।

আনিয়া ফ্রি অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েট

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

আপন কণ্ঠ

সরকারি স্কুলে পড়ুয়া কমছে কেন?

পশ্চিমবাংলায় যত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে প্রায় তার ৮০ শতাংশের উপরে স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। দীর্ঘ দিন ধরে প্রধান শিক্ষক বিহীন এমনি ভাবেই স্কুল গুলি চলছে। এ রাজ্যে ২০১৩ সালের পরে কার্যত প্রাথমিকে কোনো প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করাই হয়নি। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ কেন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না, সে বিষয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের পরিষ্কার কোনো বক্তব্য রাজ্যের শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং সাধারণ মানুষ জানেন না। এ দিকে রাজ্যে বেশ কিছু স্কুল ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ স্কুল গুলির শিক্ষক/শিক্ষিকাদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঐ স্কুল গুলিতে ছাত্র নেই। কিন্তু এটা বলা হচ্ছে না যে এই স্কুল গুলিতে কেন ছাত্র নেই। ছাত্র না থাকার কারণ অনুসন্ধান করে যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বেশ কিছু সরকারি প্রাথমিক স্কুল ছাত্র / ছাত্রী শূন্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই জানা গেছে যে রাজ্যের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ জন পড়ুয়া নেই। এখন প্রশ্ন হলো যেখানে রাজ্যে প্রাথমিক বিভাগের জন্য নতুন নতুন বেসরকারি স্কুল খুলছে সেখানে সরকারি স্কুল বন্ধ হচ্ছে কেন? কোথায় ঘাটতি? কোথায় খামতি? সরকারি স্কুল গুলিতে কি পরিকাঠামো নেই? না স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই ? নাকি শিক্ষক থেকেও তাঁরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন না? না পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যক্রম বিজ্ঞান সম্মত নয় ? সমস্যার মূল কারণ যেটাই হোক, সেগুলিকে নির্ণয় করা সম্ভব না হলে সেই সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব নয়। এই নির্ণয়ের কাজ সরকারকেই করে, হয় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে না হয় সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে, সরকার স্বয়ং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দিতে চায়। তার পরে মানুষ বিচার করবেন যে, এই বেনিয় সরকারকে তারা ক্ষমতায় ভবিষ্যতের জন্য রাখবেন কি না।

এ বিষয়ে শিক্ষিত অভিভাবক গণের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসছে, বেসরকারি স্কুলে পড়লে নাকি তাঁদের শিশুরা বেশি স্মার্ট হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও বলছেন যে বেসরকারি স্কুলের শ্রেণী কক্ষ , পায়খানা, বাথরুম নাকি বেশ ঝকঝকে তকতকে এবং পাঠ্যক্রমও নাকি বিজ্ঞান সম্মত ও পাঠ্যসূচি মনোগ্রাহী এবং শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে নাকি বেশ উপযোগী। এখন প্রশ্ন হলো সরকার চাইলে কি সত্যিই বেসরকারি স্কুল গুলির মত পরিকাঠামো তৈরি করতে পারে না? নাকি পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচি সেই রূপ তৈরী করা করা সম্ভব নয় ? নাকি সরকারের সদিচ্ছার অভাব? সরকারের যদি সদিচ্ছার অভাব না থাকে তাহলে কেন দ্রুত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না? কেন এখনও রাজ্যে হাজার হাজার স্কুলে শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষক নেই?

কেন আজও রাজ্যে ছাদ বিহীন স্কুল ? তাহলে কি ডি.পি.ইপি, এস.এস.এম- একশো শতাংশ সাফল্যে পৌঁছাতে পারেনি ? কোথায় ত্রুটি ? অনেকেই একথা বলেন যে কোনো কোনো স্কুল দলীয় নেতাদের সুপারিশ একাধিক বার টাকা পেলেও প্রয়োজনীয় অনেক স্কুলই নাকি সেই টাকা পান নি। তাহলে এ প্রশ্ন কেন আসবে না য, ডিপিও সাহেবরা কি নিরপেক্ষ ভাবে কাজ না করতে পেরে প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষতা দলীয় রাজনীতির কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছেন? জেলায় জেলায় ডি.এম সাহেবরা তো এস এস এমের মাথার উপরে চেয়রম্যান হয়ে বসে রয়েছেন, তাহলে কি তারাও রাজনীতির কাছে গৃহপালিত ?

প্রাথমিকে যে স্কুল গুলিতে পঞ্চম শ্রেণী আছে সেই স্কুলে মোট শ্রেণী সংখ্যা ৬ আর যেখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে সেখানে ৫ টা করে শ্রেণী রয়েছে। রাজ্যে এমন স্কুল বহু রয়েছে যেখানে শুধুমাত্র দুজন সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন এবং সেখানে তার মধ্যে একজনকে টি আই সির দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো টি আই সিকে বেশির ভাগ সময়ই অফিসিয়াল কাজ করতে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে ৫ টা শ্রেণী সামলানো কখনই সম্ভব নয়। তাহলে কারো বাচ্চাকে ঐ রকম একটা সরকারি স্কুলে ভর্তি করাবেন কেন? যেখানে একজন শিক্ষক এক সঙ্গে ৫ টা শ্রেণীর পঠনপাঠন দেখছেন। এই সমস্যা মেটাতেই দরকার শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষক।

প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক সিলেবাসের অসারতার দিকটা কোনো অভিভাবকের বুঝতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এমনিতেই বহু স্কুলে শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষক নেই। তারপরে আবার স্কুল থেকে শিক্ষক তুলে এনে অফিসে কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু এ ধরণের কাজ কখনই কাম্য নয়। অবর বিদ্যালয়ের অফিসে এবং ডি পি এস সি তে যদি প্রয়োজনীয় স্টাফ না থাকে তাহলে সেই স্টাফ নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন? কেউ যদি মনে করেন যে স্টাফ নিয়োগ করার মত সরকারের আর্থিক সংগতি নেই। তাহলে সে ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটাও আসবে যে সরকারের আর্থিক সংগতি-না থাকে, তাহলে সরকার লক্ষীর ভান্ডারে ১০০০ টাকা করে দিয়ে ভোট ব্যাংক বাড়াচ্ছে কি করে? আর পুজো কমিটি গুলিকে এবং ইমামদের কেই বা কোটি কোটি টাকা বিলোচ্ছে কি করে ?

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো ধর্মীয় উৎসবে বা ধর্মীয় কোনো পরিচিতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অনুদান শুধু বেআইনই নয়- ধর্মনিরপেক্ষতারও পরিপন্থি।

মানব সম্পদ বিকাশের মূল ভিত্তিই হলো শিক্ষা। সেই কারণে অনুদানের রাজনীতির চেয়ে শিক্ষাকেই সরকারের অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নাগরিকগণের আগ্রহও সে দিকেই বেশি থাকা দরকার। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমস্ত ব্যবস্থাপনাই যদি সে দিকে না গিয়ে উল্টো পথে হাঁটেন, তাহলে নাগরিকগণ কেই এটা বোঝানোর দায়িত্ব নিতে হবে যে, কর্তার ইচ্ছাই কর্ম- আমরা সরকারকে নির্বাচিত করেছি জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্য- দলীয় স্বার্থে কাজ করে স্বজন পোষণের ভিত পাকাপোক্ত করতে নয়। আর এটা করতে হলে নাগরিকগণদের শিক্ষিত এবং সচেতন হতে হবে।

সনাতন পাল

বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

‘গাজায় এক দিনে ছয় শর বেশি লাশ দাফন করেছি’

৬৩ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি বৃদ্ধ সাদি বারাকা। দীর্ঘকাল ধরে গাজা উপত্যকায় কবর খননের কাজ করছেন। পেশাদার কবর খননকারী হলেও প্রতিদিনের নারী ও শিশুদের বীভৎস দৃশ্য তাঁর খাবার ও ঘুম কেড়ে নিয়েছে। চলমান যুদ্ধের এক দিনেই তিনি ৬০০ মরদেহ দাফন করেছেন।

তুরস্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সিকে রক্তাক্ত জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতার কথা জানান তিনি।

এখন আমরা বাধ্য হয়ে গণকবর করছি। প্রতিদিন এত বেশিসংখ্যক মরদেহ দাফন করার মতো জায়গা নেই। তা ছাড়া এখন কবরের ওপর দেওয়ার জন্য স্লাবও পাওয়া যাচ্ছে না। গাজার সব কিছুই এখন শেষ হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপরাধ ঘটতে দেখিনি। এমনকি নাৎসি শাসনামলেও এমন কিছু দেখিনি।

শুধু গতকাল (১০ নভেম্বর) আমি প্রায় ৬০০ শহীদের মৃতদেহ দাফন করেছি। অথচ গত পাঁচ বছরে আমি এ পরিমাণ দাফন করিনি। এমন বর্বরতা আগে কখনো দেখিনি। আমি যাদের দাফন করেছি তাদের বেশির ভাগই ছিল নারী ও শিশু।

২০ ফুটের কবরে ৪৫ মরদেহ

গণকবরের প্রতিটি আকারে প্রায় ৬ মিটার (২০ ফুট)। এতে ৪৫টি মরদহে একসঙ্গে দাফন করা হয়। সবচেয়ে বড় গণকবরে একসঙ্গে ১৩৭ জনকে সমাহিত করা হয়। এখানে এখন প্রয়োজনীয় কোনো কাঁচামাল নেই। গাজায় কিছুই বাকি নেই। এমনকি পানিও পাওয়া যাচ্ছে না। যত দ্রুত সম্ভব তাদের দাফন করা হচ্ছে। তাই অজ্ঞাতপরিচয়ের মরদেহগুলো অন্যগুলোর মতো দাফন করা হচ্ছে। যুদ্ধের পর মরদেহ শনাক্ত করতে কবর উত্তোলনেরও সম্ভাবনা নেই।

আমি ঘুমাতে পারছি না

প্রতিদিন এত কবর খুঁড়তে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এত বিপুলসংখ্যক শিশুর মৃতদেহ দেখে এখন আমি আর ঘুমাতে পারছি না। কোনো খাবার খেতে পারছি না। এই শিশুদের কী অপরাধ? আমরা কোনো সাহায্য ও খাদ্য চাই না। আমরা আবু আম্মারের (প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত) যুগ থেকে শান্তির জন্য চেষ্টা করছি। অথচ নেতানিয়হু শুধু রক্তপাতের পেছনে ছুটছে।

আমরা সম্মান ও স্বাধীনতার সঙ্গে বাঁচতে চাই। আমরা চাই, আমাদের একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হোক। আমি বিশ্বের অন্যান্য দেশের নাগরিকদের মতো হতে চাই। যাঁরা সাহায্য পাঠাচ্ছেন তাঁদের এ বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত, যেন আমরা নিজ দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারি। ঠিক যেমন অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে হয়।

গাজা সরকারের মিডিয়া অফিসের তথ্যমতে, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় চলমান যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১১ হাজার ২৪০ জন নিহত হয়েছে, যার মধ্যে চার হাজার ৬০০টি শিশু ও তিন হাজার ১১৩ জন নারী রয়েছেন। এদের মধ্যে ১৯৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী, ৪১ জন সাংবাদিকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যরাও রয়েছেন। তা ছাড়া গাজা উপত্যকায় বসবাস করা ২৩ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ১৫ লাখ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিশ্বজুড়ে হত্যা বন্ধের দাবি উঠলেও পশ্চিমা নেতাদের প্রত্যক্ষ সমর্থনে হামলা অব্যাহত থাকে।

প্রথম নজর

গাজার পার্লামেন্ট দখল করেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী

আপনজন ডেস্ক: গাজার পার্লামেন্ট ভবন এবং গাজা শহরের হামাস দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান দখল করেছে বলে দাবি জানিয়েছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। দেশটির সেনাবাহিনী বলেছে, সেনারা ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে তাদের আক্রমণ প্রশস্ত করেছে। বুধবার প্রকাশিত এএফপির খবরে বলা হয়েছে, সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সামরিক ইউনিটগুলো হামাস সংসদ, সরকারি ভবন, হামাস পুলিশ সদর দফতর দখল করেছে।

এছাড়াও একটি প্রকৌশল অনুষদ যা অস্ত্র উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছিল সেটিও নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বলেও জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হামাসের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ৭ অক্টোবর ইসরাইলে অভিযানের প্রস্তুতির প্রশিক্ষণসহ সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে হামাস প্রতিষ্ঠান দখলের বিষয়ে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছে।

হামাসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাসেম নাইম এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই পদক্ষেপটি ছিল বিজয় তৈরির একটি মনগড়া প্রচেষ্টা এবং খালি স্থান বা পূর্বে লক্ষ্যবস্তু ও ধ্বংস করা স্থানগুলির কাল্পনিক নিয়ন্ত্রণ।

হামাসের মতো উত্তর কোরিয়ার হামলার আশঙ্কায় দক্ষিণ কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: হামাসের মতো দক্ষিণ কোরিয়ায়ও উত্তর কোরিয়া আকস্মিক হামলা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইওল। স্থানীয় সময় রোববার (১১ নভেম্বর) নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক নৈশভোজে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের কাছে এ আশঙ্কার কথা জানান তিনি। এ সময় উত্তর কোরিয়ার যে কোনো ধরনের হামলার বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়ার জন্য অস্টিনের প্রতি আহ্বান জানান দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের আন্তঃসীমান্ত হামলা চালানোর পর থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রধানরা এ ঘটনার সঙ্গে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণে একই ধরনের হামলা চালাতে পারে বলে তুলনা করছেন। গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান বলেন, 'ভবিষ্যতে যদি দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে পিয়ংইয়ং যুদ্ধ শুরু করে সেক্ষেত্রে হামাসের হামলার মতো একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারে বলে প্রমাণ রয়েছে।' কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া কি সত্যিই একই ধরনের হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে? নাকি এই সংঘাতকে (হামাস-ইসরায়েল) ব্যবহার করে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার নিজেদের প্রতি রক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করার ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার কারণ দাঁড় করাচ্ছে? সেটি এখনও স্পষ্ট নয়। টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি মিলিটারি স্টাডিজ ইন্সটিটিউটের রিসার্চ ফেলো রিউ সুং-ইওপ বলেন, 'এই যুদ্ধের কৌশলে উত্তর কোরিয়া ঐতিহ্যগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ। দেশটি যদি হাইব্রিড যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে ভুগবে সিউল।'

গত ৭ অক্টোবর হামলা শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইসরাইলে ৫ হাজারের বেশি রকেট নিক্ষেপ করে হামাস। এদিকে পিয়ংইয়ংয়ের কামান মাত্র এক ঘণ্টায় অন্তত ১৬ হাজার রকেট নিক্ষেপের ক্ষমতা রাখে। হুমকি মোকাবিলার জন্য ইসরায়েলের আয়রন ডোমের মতো নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরি করছে সিউল।

ইসরায়েলি নেতাদের যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারের আহ্বান এরদোগানের

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান বুধবার বলেছেন, ইসরায়েল একটি 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র', যা যুদ্ধাপরাধ করছে এবং গাজায় আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে। তিনি প্রায়ই ইসরায়েলি নেতা ও পশ্চিমে তাদের সমর্থকদের সমালোচনা করেন।

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের সঙ্গে দেখা করার জন্য জার্মানিতে পরিকল্পিত সফরের দুই দিন আগে এরদোগান বলেন, ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমের 'সীমাহীন' সমর্থনসহ 'মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক হামলা'।

এ ছাড়া ইসরায়েলি নেতাদের হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি হামাস নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও তুরস্কের অবস্থান পুনরাবৃত্তি করেন—হামাস কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন নয় বরং একটি রাজনৈতিক দল, যা অতীতের নির্বাচনে জয়ী হয়েছে।

ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কিছু আরবদেশ হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বলে মনে করে। অন্যদিকে আংকারা হামাসের কিছু সদস্যকে আতিথ্য করে এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিরোধের দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে সমর্থন করে। পার্লামেন্টে ইসরায়েল সম্পর্কে এরদোগান বলেন, 'বেসামরিকদের ওপর বোমাবর্ষণের বর্বরতার সঙ্গে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, তারা আক্ষরিক অর্থে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদকে কাজে লাগাচ্ছে। আমি এখন মনেপ্রাণে বলছি, ইসরায়েল একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র।'

তুর্কি প্রেসিডেন্টবলেন, 'আমরা কখনোই এই সত্য কথা বলতে পিছপা হব না যে হামাস সদস্যরা দখলদারি নীতির মুখে তাদের ভূমি, সম্মান ও জীবন রক্ষার প্রতিরোধ যোদ্ধা। কিছু লোক এতে অস্বস্তি বোধ করে।' হামাসের হামলার জবাবে ইসরায়েল ৭ অক্টোবর গাজায় বোমাবর্ষণ শুরুর পর থেকে এরদোগানের জার্মানি সফর হবে পশ্চিমা কোনো দেশে তার প্রথম সফর। গাজার বেসামরিক জনসংখ্যার ওপর সামরিক অভিযানের প্রভাব সীমিত করার দিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জার্মানি ইসরায়েলের সঙ্গে দৃঢ় সংহতি প্রকাশ করেছে।

এরদোগান বলেন, 'পশ্চিম, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, দুর্ভাগ্যবশত এখনো এই সমস্যাটি নিয়ে তারা পশ্চাদমুখী।' ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়হুকে ইসরায়েলের পারমাণবিক অস্ত্র আছে কি না, তা ঘোষণা করার আহ্বান জানিয়ে এরদোগান বলেন, নেতানিয়হু শিগগিরই তার পদ হারাবেন।

এ ছাড়া ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যকার যুদ্ধকে খ্রিস্টান ও মুসলিমবিশ্বের মধ্যে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন এরদোগান। আংকারা অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ তদন্ত করতে আইসিসির প্রতি বিশ্ব নেতাদের আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরায়েল যে বর্বর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছে তা তদন্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি'র প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের ৬০ জনের বেশি রাজনীতিবিদ।

মঙ্গলবার ইউরোপ এবং লাতিনা আমেরিকার ৬০ জনের বেশি বামপন্থী রাজনীতিবিদ এ আহ্বান জানান।

স্পেনের সামাজিক অধিকার বিষয়ক মন্ত্রী ইয়ন বেলারা বলেন, আমরা নিরব থেকে এবং ইসরায়েলকে সহযোগিতা করে এই গণহত্যা সংঘটিত হতে দেব না। যদি আপনারা বর্বরতা বন্ধ না করেন তাহলে আপনাদেরকে তদন্তের আওতায় আনা হবে।

স্পেনের এই মন্ত্রী মূলত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছেন।

ইসরায়েলের গণহত্যার ব্যাপারে যে পিটিশন তৈরি করা হয়েছে তাতে দখলদার সরকারের কয়েকজন কর্মকর্তার নাম রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের তদন্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছেন যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়হু, যুদ্ধমন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিজ।

পিটিশনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, নেতানিয়হু এবং ইয়োভ গ্যালান্ট যে অপরাধ করেছে সে ব্যাপারে আইসিসির কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি।

এই পিটিশনে ফিলিস্তিনের ওপর থেকে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অবসান ঘটানোরও দাবি জানানো হয়েছে।

পিটিশনে সই করেছেন স্পেনের মন্ত্রী ইয়ন বেলারা, ব্রিটেনের লেবার দলের সাবেক প্রধান জেরেমি করবিন, ফরাসি রাজনীতিবিদ ম্যানোন অবরি, পর্তুগালের বামপন্থী নেতা জোয়না মর্তেগা এবং বেলজিয়মের ওয়র্কার্স পার্টির নেতা পিটার মার্কেন্স।

গাজায় গণহত্যার জেরে বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রিসভার দুই সদস্যের বিরুদ্ধে গাজা উপত্যকায় 'গণহত্যা' প্রতিরোধে ব্যর্থতার জন্য মামলা করা হয়েছে। সোমবার দায়ের করা ফেডারেল অভিযোগে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনকে ইসরায়েলি সরকারের উদ্ভাসিত গণহত্যা প্রতিরোধে ব্যর্থতা ও জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থা, গাজার ফিলিস্তিনি ও অবরুদ্ধ ছিটমহলের মার্কিন নাগরিকদের স্বজনদের পক্ষে মামলাটি দায়ের করেছে নিউ ইয়র্কের নাগরিক স্বাধীনতা গোষ্ঠী সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল রাইটস (সিসিআর)।

অঞ্চলটি এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলের নিরলস বোমাবর্ষণের শিকার হচ্ছে। মার্কিন সরকারের কাছ থেকে ইসরায়েল অর্থ ও অস্ত্র পেয়ে থাকে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েল হামলা শুরুর পর থেকে গাজায় ১১ হাজার ২০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর আগে হামাস ইসরায়েলে হামলা চালালে প্রায় এক হাজার ২০০ মানুষ নিহত হয়।

সিসিআর তার অভিযোগের ভূমিকায় লিখেছে, ইসরায়েলি সরকারের অনেক নেতা স্পষ্ট গণহত্যার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর অমানবিক সিদ্ধান্ত চাপিয়েছেন।

সিসিআর বলেছে, গাজায় ইসরায়েলের নজিরবিহীন বোমা হামলার অভিযান শুরুর পরপরই প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের জন্য অটল সমর্থনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা তিনি ও তার প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং সামরিক, আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে তাতে সমর্থন করেছেন, এমনকি ইসরায়েলি গণহত্যামূলক বক্তব্যের সঙ্গে ব্যাপক বেসামরিক হতাহতের ঘটনাও বেড়েছে।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ও শক্তিশালী সমর্থক। সেই সঙ্গে তার সামরিক সহায়তার সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী। এ ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইসরায়েল হলো মার্কিন বৈদেশিক সহায়তার বৃহত্তম প্রাপক।

বাইডেন, ব্লিনকেন ও অস্টিন ইসরায়েলের বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে ইসরায়েলের প্রতি নিঃশর্ত সামরিক ও কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে অপরাধের সবচেয়ে বড় অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন।

অসংখ্য আইনবিদ, অধিকার গোষ্ঠী ও মানবতাবাদীরাও গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছেন। মামলায় ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো বার্ষিক সামরিক সহায়তার ৩.৮ বিলিয়ন ডলার বন্ধ করার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

ব্রাজিলে তীব্র দাবদাহ, রিও ডি জেনিরোতে রেকর্ড গরম

আপনজন ডেস্ক: ল্যাটিন আমেরিকান দেশ ব্রাজিলের বড় অংশে তীব্র দাবদাহ বয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় রিও ডি জেনেরিওতে গরম রেকর্ড ছাড়িয়েছে।

সেখানে আগুনের মতো তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, থার্মোমিটারের পরিমাপে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখা গেলেও তাপের তীব্রতা ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো অনুভূত হচ্ছে। রিওতে ৫৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা।

এটি ছিল আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও বাতাসের গতির ওপর নির্ভর করে ত্বকে কতটা গরম বা ঠান্ডা অনুভূত হয় তার পরিমাপ।

রিও অ্যালার্ট সিস্টেম অনুসারে এবার গরম গত ফেব্রুয়ারির ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উচ্চতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

রাজধানী ব্রাসিলিয়া ছাড়াও দেশের দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য-পশ্চিম এবং উত্তরের অংশের ১৫টি রাজ্যকে প্রচন্ড গরমের কারণে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেটিওরোলজি সতর্কতা দিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিয়ানমারে জান্তা বাহিনীর সদস্যদের আত্মসমর্পণ, আটকের দাবি

আপনজন ডেস্ক: রাখাইন রাজ্যে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে জান্তা সরকারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি বুধবার জানিয়েছে, অন্তত ২৮ জন পুলিশ সদস্য তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর ১০ সেনাকে আটক করা হয়েছে। তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্বাধীনভাবে এসব তথ্য যাচাই করতে পারেনি। আরাকান আর্মিসহ তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী অক্টোবরের শেষ দিকে জান্তা সরকারের বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে। রাখাইন রাজ্যের রাজধানী সিটওয়েতে কারফিউ জারি করা হয়েছে বলে সেখানকার প্রশাসন জানিয়েছে। রাস্তায় ট্যাঙ্ক দেখা গেছে। বিদ্রোহীরা কিছু শহর ও সামরিক ফাঁড়ি দখল করে নিয়েছে। এর মধ্যে চীন সীমান্তে অবস্থিত কিছু ফাঁড়িও আছে।

ভিয়েতনামে বন্যায় ডুবে গেছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি

আপনজন ডেস্ক: ভিয়েতনামের প্রাচীন শহর হিউ প্রবল বর্ষণের পর বুধবার বন্যা কবলিত হয়েছে। এতে শহরটির হাজার হাজার ঘরবাড়ি পানিতে ডুবে গেছে এবং বিভিন্ন মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। পর্যটকদের কাছে নগরীটি একটি জনপ্রিয় বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। খবর এএফপি'র। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে পরিবেশিত ছবিতে শহরের বাসিন্দাদের নৌকায় করে চলাচল করতে দেখা গেছে। হিউয়ের বাসিন্দা ভু আন এএফপি'কে বলেন, 'মঙ্গলবার রাত থেকে খুব দ্রুত পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরটির সর্বত্র বন্যা দেখা দিয়েছে।'

খবরে বলা হয়, সোমবার থেকে দেশটির সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাত হয়।

বুধবার কর্তৃপক্ষ জানায়, ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলীয় কোয়াং ত্রি প্রদেশে ২ হাজার জনের বেশি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেছে। সেখানে এখনো তিনজন নিখোঁজ রয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮ মি.

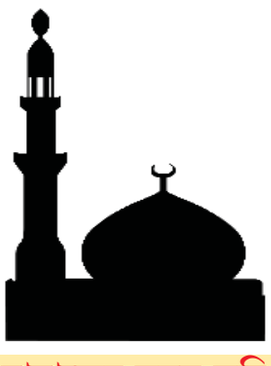

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৬	৫.৫০
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৮	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

আল-শিফা হাসপাতালে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, চলছে অভিযান

আপনজন ডেস্ক: গাজায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েল। গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন হাসপাতালের আশপাশে বোমাবর্ষণ করলেও এবার হাসপাতালে ঢুকে পড়েছে তারা। বুধবার সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে বিবিসি জানিয়েছে, গাজার আল-শিফা হাসপাতালে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলের সেনারা।

হাসপাতালের ভেতে তারা তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে।

কাদের আল জানুন নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, হাসপাতলে ঢুকে তারা স্মোক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এতে করে সেখানকার রোগীদের শ্বাসকষ্ট শুরু হচ্ছে।

তিনি বলেন, সেনারা হাসপাতালের বিশেষায়িত অস্ত্রপচার বিভাগে ঢুকে পড়েছে। তিনি এ কথা বলার পরপর তার সঙ্গে বিবিসির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এর আগে মঙ্গলবার ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফা ঘিরে রাখে ইসরায়েলি সেনারা।

হাসপাতালের প্রধান প্রধান গেটে ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান নেয় অবস্থান নিয়েছে নেতানিয়াহু বাহিনী। ইসরায়েলি সেনাদের এমন 'অবরোধের' মধ্যে হাসপাতালটির জ্বালানি ফুরিয়ে গেছে। জ্বালানির অভাবে হাসপাতালের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে হাসপাতালে ভর্তি নবজাতকসহ রোগীরা চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন।

আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্তে ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প

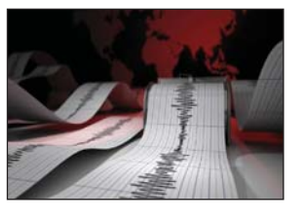

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে ৫ দশমিক ৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।

ভূমিকম্পটি ১০৯ কিলোমিটার (৬৭.৭৩ মাইল) গভীরতায় ছিল বলে জানিয়েছে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস।

ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ক্ষয়-ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

এর মাত্র একদিন আগেই ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প দক্ষিণ সুদান এবং উগান্ডার সীমান্তের আশেপাশের অঞ্চলে আঘাত হানে।

গাজায় নারী-শিশু হত্যা বন্ধে ইসরায়েলকে ট্রুডোর আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের পর এবার ইসরায়েলের সমালোচনায় সরব হয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নারী, শিশু ও নবজাতক হত্যা ইসরায়েলকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

মঙ্গলবার কানাডার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রুডো এ তথ্য জানিয়েছেন।

যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম মঙ্গলবার ইসরায়েলের সবচেয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী যদিও হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে বলে এর আগে জানিয়েছিল দেশটি।

তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য মিত্রদের মতো কানাডা বিধ্বস্ত গাজায় ক্রমবর্ধমান প্রাণহানি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে ট্রুডো বলেন, আমি ইসরায়েল সরকারকে সর্বোচ্চ সংযম দেখানোর জন্য অনুরোধ করছি। টিভিতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশ্ব দেখছে। আমরা ডাক্তার, পরিবারের সদস্য, বেঁচে যাওয়া মানুষসহ বাচ্চাদের যারা তাদের বাবা-মাকে হারিয়েছে তাদের কথা শুনছি।

তিনি আরো বলেন, সারা বিশ্বই নারী, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে ও শিশুদের হত্যার এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। এটা বন্ধ করতে হবে।

এছাড়া ট্রুডো বলেন, ফিলিস্তিনিদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হামাসকে বন্ধ করতে হবে। সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে।

ফিলিস্তিনের ৩১৪১ ছাত্র, ১৩০ শিক্ষককে হত্যা করেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনের তিন হাজার ১৪১ ছাত্র ও ১৩০ শিক্ষক নিহত হয়েছেন। পিসিবিএস (ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো) এ তথ্য দিয়েছে। ৭ অক্টোবর থেকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা ও অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি হামলায় এসব ছাত্র ও শিক্ষক নিহত হন। মঙ্গলবার ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের ভয়বহ বোমাবর্ষণে ৩১১৭ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ সময় পশ্চিম তীরে নিহত হয়েছেন ২৪ জন ছাত্র।

ইসরায়েলি আগ্রাসনে ৪৮৩৩ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। যার মধ্যে গাজা উপত্যকায় আহত হয়েছেন ৪৬১৩ জন এবং পশ্চিম তীরে ২৫০ জন। এছাড়া ৪০৩ জন শিক্ষক এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইসরায়েলের বোমা হামলায় আহত হয়েছেন।

এর পাশাপাশি ৪০ জন শিক্ষক এবং কর্মকর্তাকে পশ্চিম তীর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম তীর থেকে ৬৭ জন শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে ২৩৯টি সরকারি স্কুলে বোমা হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে ৪৫টি স্কুল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রথম নজর

বাসন্তীতে কুরআন প্রচার কর্মসূচি

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● বাসন্তী

আপনজন: বুধবার আল কুরআন প্রচার কর্মসূচি -র অংশ হিসাবে পবিত্র আল কোরআন বিতরণ করা হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বাসন্তীর লেবুখালী জামা মসজিদ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে উত্তোক্তরা সাধারণ মানুষ ও মুসল্লিদের হাতে কোরআন শরীফ তুলে দেন। দি কোরআন স্টাডি সার্কেল এদিনের কর্মসূচির উদ্দোক্তা। সহযোগিতা করেন আল কুরআন একাদেমি লন্ডন। উত্তোক্তা ও আয়োজকরা জানান, এদিন ১০০ মানুষের হাতে পবিত্র কোরআন শরীফ বিতরণ করা হয়েছে। তারা বলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধকরণ আমাদের লক্ষ্য। এদিন আল কোরআন একাডেমি-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য আহ্বায়ক রাকিব হক, রাজ্য আহ্বায়ক আব্দুল আজিজ, সহকারী আহ্বায়ক আব্দুল সালাম, মহকুমা আহ্বায়ক জিয়রুল লস্কর প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেতাব আলি।

ভাইয়ের সামনেই মৃত্যু বোনের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: ভাইফোঁটার দিনেই ভাইয়ের চোখের সামনেই মৃত্যু হল বোনের। বুধবার ভাইফোঁটার সকালে ঘটনাটি করেছে নলহাটির রাম মন্দির মোড় সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে ২৫ বছর বয়সী মৃত ওই মহিলার নাম আর রিতা সাউ। তার বাবার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের মহেশপুরের কানিঝাড়া গ্রামে। শ্বশুরবাড়ি বীরভূমের মাড়গ্রামের ছোট চৌকি গ্রামে। বুধবার ভাইফোটার সকালে ভাইয়ের মোটর সাইকেলে চেপে ওই বোন তার দুটি বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে নলহাটির একটি দোকানে মিষ্টি কেনেন। মিষ্টি নিয়ে যাওয়র কথা ছিল বাবার বাড়ি কানিঝাড়া গ্রামে। তার আগেই নলহাটিতে পাথর বোঝায় একটি ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাক্টরের পিছনের চাকায় পৃষ্টো হয়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

শ্যামাপুজোয় রক্তদান শিবির

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: হুগলীর জঙ্গলপাড়ায় ঢিপা গ্রামে 'ঢিপা মা মনসা মিলন সংঘ 'এর শ্যামাপূজার উদ্বোধন করেন হুগলীর আঁটপুর এর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বশিষ্ঠানন্দ মহারাজ। শ্যামাপুজা উপলক্ষে রক্তদান শিবির হয়। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা বিধানসভার বিধায়ক "স্বাতী খন্দকার, চন্ডীতলা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 'মলয় খাঁ, সনৎ সানকি, কর্মাধ্যক্ষ 'সেখ মোসারাফ আলী,নবাবপুর গ্রামপঞ্চায়েত এর প্রধান রীনা সাঁতরা,উপপ্রধান সেখ জাহাঙ্গীর মল্লিক প্রমুখ।

লিঙ্ক ভোগান্তির জন্য পোস্টমাস্টারকে তালা বন্দি করে বিক্ষোভ

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: দিনের পর দিন পোস্ট অফিসে লিঙ্ক না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন গ্রাহকরা। লিঙ্কের সমস্যা থাকায় সোমবার বসিরহাট পুরাতন বাজার পোস্ট অফিসে পোস্টমাস্টারকে অফিসের মধ্যেই তালা আটকে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। গ্রাহকদের অভিযোগ, গত এক সপ্তাহ ধরে লিঙ্ক নেই। লিঙ্ক না থাকার অজুহাতে পোস্ট অফিসে কোনও কাজ হচ্ছে না। প্রতিদিন এসে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। এদিন গ্রাহকরা পোস্ট অফিসে এলে ফের শুনতে হয় ইন্টারনেট লিঙ্ক নেই।সে কথা শুনে গ্রাহকরা পোস্ট মাস্টারকে তালা দিয়ে আটকে বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিক্ষোভকারী গ্রাহক শম্ভুনাথ বলেন, 'গত মাসে বেশ কিছুদিন লিঙ্ক বন্ধ ছিল। এ মাসে সাত দিন হল লিঙ্ক নেই। প্রত্যেকে টাকা তোলার জন্য পোস্ট অফিসে এসেছি। এলেই পোস্ট মাস্টার বলছে লিঙ্ক নেই।' পোস্ট মাস্টার অনুপ কুমার দাস জানান, 'গত মঙ্গলবার থেকে মেশিন খারাপ। তাই গ্রাহকরা এসে বার বার ফিরে যাচ্ছে। কাজ না পেয়ে গ্রাহকরা আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলছেন।'

সারনা ধর্ম কোড চালু করার দাবিতে ধর্না অবস্থান বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সারনা ধর্ম কোর্ড চালুর দাবিতে বালুরঘাটে ধরনা প্রদর্শন করলো আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। এদিন বালুরঘাট হাই স্কুল মাঠে এই ধরনা প্রদর্শন করা হয় আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান এর পক্ষ থেকে। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালন করতে ঝাড়খন্ডে আসছেন। জন্মজয়ন্তী পালনের মঞ্চ থেকে সারনা ধর্ম কোর্ড চালুর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী যদি কোন ঘোষণা না করেন, তাহলে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিমান সংগঠনের পাঁচজন নেতা আত্মাহুতি দিবেন বলে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান জানানো হয়েছে। সারনা ধরমকোর্ডের দাবিতে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান এর পক্ষ থেকে সাতটি রাজ্যে ধরনা প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের দাবি পূরণ না হলে তারা আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য চাক্কা জাম ও রেল রোকো অভিযান করবেন তারা। এ বিষয়ে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তরফে বিক্রম মূর্ম জানান, "আমাদের দাবি আদিবাসী সারনা ধর্মকর চালু করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঝাড়খণ্ডের মঞ্চ থেকে যদি এই সারনা ধর্ম কোড চালুর বিষয় ঘোষণা না করেন, তাহলে আমাদের সংগঠনের তরফে আমরা পাঁচজন নেতা সেখানেই আত্মহত্যা করব! আজ আমরা বালুরঘাটে এই বিষয়ে ধরনায় শামিল হয়েছি।"

বিজয় সম্মিলনী তৃণমূল হিন্দি ভাষী কমিটির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা তৃণমূল হিন্দি ভাষী কমিটির উদ্যোগে বিজয় সম্মেলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো ঝলঝলিয়ু এলাকায় জেলা হিন্দিভাষী কমিটির সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়রীর নিজস্ব কার্যালয়ে। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বকশী, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি ভাষী কমিটির সহ-সভাপতি শ্যামপ্রকাশ গুপ্তা, সুনীল কুমার শ্রীবাস্তব, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, জেলা যুব নেতা সৌমিত্র সরকার, এমডি অভিষেক সহ তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দিভাষী কমিটির প্রত্যেক ব্লকের সভাপতিরা এই বিজয় সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেককে মেমোন্ট ও উত্তরীয় পরিয়ে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে সংবর্ধনা দেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দিবাসী কমিটির সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়রি মহাশয়। এবং আগামী দিনে ছট পূজা যাতে সুস্থভাবে হয় প্রত্যেক ব্লকের সভাপতিরা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন সে বিষয়ে নির্দেশ দেন।

জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনে শান্তি ফেরাতে পুলিশের উদ্যোগ

নকীব উদ্দিন গাজী ● জয়নগর

আপনজন: তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুনের ঘটনার পর থেকে জয়নগর অশান্তকে শান্তি ফেরাতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। সোমবার সকালে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় জয়নগরের তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের। আর এই খুনের ঘটনা কয়েক ঘন্টা পর থেকেই যেন রণক্ষেত্রের চেহারা নাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাঁকি গ্রাম। এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসন কয়েক ঘন্টার অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করার চেষ্টা করে আর এর মধ্যেই সিপিআইএমের নেতাকর্মীরা, উত্তপ্ত করার জন্য এলাকায় যাওয়র চেষ্টা করে। পুলিশ তাদেরকে বাধা দেয় শান্তির থেকে অশান্তি করার প্রবণতা সৃষ্টি করে সিপিএমের কর্মীরা । এলাকার মানুষ রুবিনা বিবি, খাদিজা , তনুযা গ্রামের মহিলারা তারা চায় বহীরা গতরা ঢুকে নতুন করে উত্তপ্ত না করে ,তারা একটু শান্তিতে থাকতে চায়। যে মানুষগুলো আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বাইরে গেছিল পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ঢোকে বুধবার দিন তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় অসহায় মানুষদের পাশে খাবার চাল ত্রিপল পৌঁছে দেয় বলে জানা বারাইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার। বিবাস সরদার বলেন গ্রাম এখন শান্ত সুপারি কিলার দিয়ে তৃণমূল নেতাকে খুন করেছে তাই মানুষ কিছুটাও অশান্ত হয়েছিল। তারপর এখন অনেকটাই স্বাভাবিক আর এলাকায় উত্তপ্ত বলার জন্য কান্তি গাঙ্গুলির নেতৃত্বে অশান্ত করতে চাইছে এই খুনের পিছনে কান্তি গাঙ্গুলীর হাত আছে বলে এমনটাই দাবি পাশাপাশি তিনি বলেন একসময় এই এলাকায় সিপিএম দাদা গিরি করে এলাকার মানুষকে চুপ করে রেখেছিল মানুষকে ভয় দেখিয়েছিল যা কান্তিক গাঙ্গুলীর নেতৃত্বেই হত এক সময়ে শোনা যেত সুন্দরবন এলাকার দাপুটে নেতা কান্তি গাঙ্গুলী চলা চামুণ্ডেরা সুপারি কিলার দিয়ে সাইফুদ্দিনকে খুন করেছে এখন এলাকায় গিয়ে অশান্তি পাকাতে চাইছে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষের ক্ষোভে ,সেই সব মানুষের পাশে তৃণমূল সরকার থাকবে ত্রিপল চাল আপাতত দেয় হয়েছে । পরে সেইসব পরিবারদেরকে সরকারিভাবে যাতে সাহায্য করা যায় সে ব্যাপারে আমরা একটি কমিটি তৈরি করেছি তৃণমূল সরকার কখনো অন্যায় করেনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না যারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত পুলিশ তাদেরকে নিশ্চয়ই গ্রেফতার করে সাজা দেবে। তবে যারা এই নিয়ে অশান্ত করতে চাইছে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে।

গুরুগ্রামে কাজে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু যুবকের, সঙ্কটে পরিবার

নাজিম আক্তার ● সামসী

আপনজন: পরিবারের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেওয়র আশায় ভিন রাজ্যে কাজে পাড়ি দিয়েছিলেন মালদহের রতুয়র যুবক। মঙ্গলবার বিকেলে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের বলে পরিবারের লোকেরা ফোন মারফতে জানতে পারেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত যুবকের নাম আজিজুর রহমান (৩০)। বাড়ি রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চননগর-মধ্য পাড়া গ্রামে। যুবকের মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা।মৃতের বাবা আব্দুল কাদির জানিয়েছেন,আজিজুর তাঁর সেজো ছেলে ছিলেন। আজিজুরের স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তান রয়েছে।সেজো ছেলেই সংসারের খরচ চালাতেন। এলাকায় কোনও কাজ না পেয়ে সপ্তাহ দুয়েক আগে হরিয়নার গুরুগ্রামে টাওয়ারের কাজে গিয়েছিলেন আজিজুর।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফোন মারফত পরিবারের লোকজন জানতে পারেন,কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে যান আজিজুর।পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

সেখানে ময়নাতদন্তের পর বুধবার দুপুরে আজিজুরের কফিনবন্দি দেহ মালদার উদ্দেশে পাঠানো হয়।বৃহস্পতিবার কাঞ্চননগর গ্রামে তাঁর দেহ এসে পৌঁছোনোর কথা।মৃত আজিজুরের স্ত্রীর জন্য বিধবাভাতা ও বিডিওকে বলে আবাস যোজনা প্রকল্পে একটি পাকা ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই করার আশ্বাস দিয়েছেন রতুয়া পঞ্চায়েত প্রধান শেখ আবু সায়েব বিলু।রতুয়া ১-এর বিডিও রাকেশ টোপ্পো বলেন,'মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের যদি কর্মসাথী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত না থাকে,তাহলে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে।পরিবারটিকে সবরকম সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।'অপরদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশিদা মুসলিম পাড়া এলাকার বাসিন্দা তথা পরিযায়ী শ্রমিক মহম্মদ মুক্তার প্রায় পাঁচ মাস আগে রাজস্থানে প্যান্ডেল নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন।২৯ অক্টোবর প্যান্ডেলের কাজ চলাকালীন প্যান্ডেলের লোহার বিম ভেঙে তাঁর ঘাড়ের উপরে পড়ে যায়।এর ফলে মুক্তারের ঘাড়ের হাড় ভেঙে যায়।সেখানে এক বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি রয়েছে।অর্থাভাবে থমকে রয়েছে অপারেশন।অপারেশন করাতে দুই লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। কিভাবে এতো টাকা জোগার করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে পরিবার।

ভাতারে হজ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সভা

সম্প্রীতি মোল্লা ● ভাতার

আপনজন: জামিয়তুল আয়মা ওয়ল উলামা, ইমাম ও উলামা পরিষদ ভাতার শাখার পরিচালনায় এবং বলগোনা তাজ এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়র সোসাইটির আয়োজনে হজ, ওয়কফ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । ভাতার থানার অন্তর্গত সমস্ত ইমাম, মুয়জ্জিন সাহেবদের নিয়ে আগামী ২০২৪ এ যারা হজে যেতে ইচ্ছুক তাদের সমস্ত প্রক্রিয় সম্পন্ন করার জন্য আবেদন করা হয় । জাস্টিস আব্দুল গনি সাহেব চেয়রম্যান , ওয়কফ বোর্ড টেলিফোনের মাধ্যমে উপস্থিত ইমাম সাহেবের বিভিন্ন বিষয়ে তুলে ধরেন । তার মধ্যে অন্যতম হলো ভাতা বৃদ্ধি , ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি । ওয়কফ সমাপ্তির পুনরুদ্ধার করার জন্য কি কি বিষয় অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই দিনের অনুষ্ঠানে । এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির

অফিসে কর্মরত আবুল হোসেন মন্ডল, পূর্ব বর্ধমান জেলার মাইনরিটি অফিসের আউকাফ ইন্সপেক্টর মানজারুল ইসলাম, হজ ট্রেনার মুফতি নেয়মতুল্লাহ, বর্ধমান আঞ্জুমান হুজ্জাজ ওয়েলফেয়র কমিটির সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির হজ ট্রেনার আলহাজ্ব নায়র আলম, পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা ইমাম প্রতিনিধি শামসের আলম, এ এম ইসলামিক মডেল স্কুলের প্রিন্সিপাল কাজী ইনামুল হক সাহেব সহ ভাতারের বিভিন্ন এলাকার ইমাম ও মোয়জ্জিনগণ । বিষয়বস্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাঙ্ক্ষিত ইবাদত কালো গ্লিপাপ ঢাকা কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করা । পশ্চিমবঙ্গে থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা হজব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে রওনা করেন ।ভাতার থানার অন্তর্গত সমস্ত ইমাম মুয়জ্জিন সাহেবদের নিয়ে আগামী ২০২৪ এর যারা হজে যেতে ইচ্ছুক তাদের সমস্ত প্রক্রিয় সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির আলোচনা করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তথা রাজ্য য়েঅকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল গনি টেলিফোনের মাধ্যমে উপস্থিত ইমাম সাহেবের বিভিন্ন বিষয়ে তুলে ধরেন।

রাস্তায় যুবতীকে জোর করে বাইকে তোলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ফাঁকা রাস্তায় এক যুবতীকে জোর করে বাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। ঘটনার সময় এলাকার বাসিন্দারা ওই বাইক আরোহীকে ধরে ফেলেন। বাইকটি ভাঙচুর করে ফেলে দেওয়া হয় রাস্তার ধারে নয়নজুলিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনা ঘিরে বুধবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় জগৎবল্লভপুরের ঝেড়ো আয়মাচক এলাকায়। এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রাজু পান্ডে বলেন, ঘটনাটি জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার মুন্সিরহাটে ঘটে। বিহারের এক ব্যক্তি এখানে এসে একটি বাচ্ছা মেয়েকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। অভিযুক্তের পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। জাহির আব্বাস নামের আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, পরে ওই ব্যক্তি এলাকার বাসিন্দাদের কাছে ধরা পড়ে যায়। তাকে গণপ্রহার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বড়গাছিয়ার কাছে সে থাকে বলে জানা গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাসুদেব আচারিয়াকে শেষ শ্রদ্ধা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের ৯ বারের প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার মরদেহ পৌঁছাল বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার পুয়াবাগানে শ্রদ্ধা জানালেন দলীয় নেতা কর্মী ও অসংখ্য সাধারণ মানুষ। গতকালই হায়দ্রাবাদ থেকে বিমানে বাসুদেব আচারিয়ার মরদেহ নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। বুধবার সকালে সড়কপথে কলকাতা থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় পুরুলিয়ায়। কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার পথে বেলা ১১ টা ২০ নাগাদ বাসুদেব আচারিয়ার মরদেহ পৌঁছায় বাঁকুড়ার পুয়াবাগানে। সেখানে সিপিএম সহ বিভিন্ন বাম দল ও গন সংগঠনের নেতৃত্ব, কর্মী, প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের তরফে বাসুদেব আচারিয়ার মরদেহে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন চলে। পরে ইন্ট্রান্যাশানাল গানের সাথে সাথে মিছিল করে সিপিএম এর দলীয় কর্মীরা বাসুদেব আচারিয়াকে শেষ বিদায় জানান। এরপরই বাসুদেব আচারিয়ার শববাহী শকট পুরুলিয়ার উদ্যেশ্যে রওনা দেয়।

বোনের রক্ত মিশল ভাইফোঁটার মিষ্টির রসে!

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গে ভাইফোঁটা একটি ঘরোয় অনুষ্ঠান হলেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। পশ্চিম ভারতের ভাইবিজ একটি বর্ণময় অনুষ্ঠান। সেখানে এই উপলক্ষে পারিবারিক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। আর সেই মতোই ভাইফোঁটা দিতে যাবার পথে পথদূর্ঘটনায় মৃত্যু এক মহিলার। শ্বশুরবাড়ি থেকে ভাইয়ের বাড়ি যাওয়র পথে মর্মান্তিক পথদূর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বোনের।মৃত বোনের নাম রীতা সাউ বয়স (২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে আজ সকালে নলহাটি থানার রামমন্দিরের কাছে। ঘটনাসুত্রে জানা যায় মাড়গ্রাম থানার

ছোটচৌকি গ্রামে। শ্বশুরবাড়ি থেকে ভাইয়ের সঙ্গে ঝারখান্ডের বাবার বাড়ি যাওয়র মাঝে রাম মন্দির এর কাছে বাইক থেকে নামেন মিষ্টি কেনার উদ্দেশ্যে। মহিলা মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত হয় তার । তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে আসলে তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে । দুপুরে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।

রাজনগরে ঐতিহাসিক নিদর্শন সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা জেলাশাসকের

সেখ রিয়জুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: একদা বীরভূমের রাজধানী ছিল রাজনগর। সেই হিসেবে তৎকালীন রাজাদের আমলে নির্মিত বহু স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শন আজও বিদ্যমান। যদিও অনেকাংশ ধ্বংস স্তূপে পরিণত। পাশাপাশি রয়েছে একটি ঐতিহাসিক গাবগাছ। রাজনগরে অবস্থিত সেই ঐতিহাসিক গাব গাছ সহ রাজাদের আমলে নির্মিত নিদর্শনগুলিকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয় হবে। বিরসা মুন্ডার ১৪৮ তম জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে রাজনগরে যোগ দিতে এসে সেই সমস্ত কথা জানালেন জেলাশাসক বিধান রায়। উল্লেখ্য রাজনগরের কালীদহ পুকুরপাড়ে অবস্থিত একটি গাবগাছে তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশরা সাঁওতাল নেতা মঙ্গল মাঝি সহ ১২ জনকে ফাঁসি দিয়েছিল। বহু স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক এই গাব গাছের তলদেশে আজ ১৫ ই নভেম্বর বুধবার বিরসা মুন্ডার ১৪৮ তম জন্ম দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়। জেলাশাসক বিধান রায় জানান রাজনগরে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে, এগুলিকে সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে । এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং একটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হবে ,যাতে এইসব ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে সাজিয়ে তোলা যায়।তাছাড়া রাজনগর যেন একটি পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি পায় এবং পরবর্তী প্রজন্ম রাজনগরের ইতিহাস জানার সুযোগ পায়। আজ জেলাশাসক বিধান রায়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি স্বর্ণলতা সরেন,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্ববিজয় মার্ডি, রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা সাহা, পূর্ত-কর্মাধক্ষ সুকুমার সাধু, রাজনগর থানার ওসি দেবাশীষ পন্ডিত সহ অন্যান্যরা।

প্রথম নজর

গাছের গায়ে ভাই ফোঁটা দিয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সুন্দরবনের মানুষদের

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকেই নিজেদের ভাই বলে মানে সুন্দরবনের মানুষ। কারণ হিসেবে তারা মনে করে ম্যানগ্রোভই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে।

বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেলেরবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর আমবেড়িয় গ্রামের এই বিরল দৃশ্য দেখা যায়। রায়মঙ্গল নদীর চরে থাকা ম্যানগ্রোভকে ভাই মনে করে গ্রামের প্রায় ৩০ -৪০ জন মহিলা ভাইফোঁটা দিলেন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নিশিকান্ত জোদ্দার ও বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ সুরজিৎ বর্মন। স্থানীয় বাসিন্দা হরিশঙ্কর গায়েন বলেন, " সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে বারবার। তাই ম্যানগ্রোভকেও আমাদের রক্ষা করতে হবে। তাই ম্যানগ্রোভের সঙ্গে একটা ভাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে গ্রামের মহিলাদের নিয়ে ভাইফোঁটার আয়োজন করা হলো। ৩০ থেকে ৪০ জন মহিলারা উপস্থিত ম্যানগ্রোভের গায়ে ফোটা দিয়ে ভাই ফোঁটা পালন করলেন। সুন্দরবনের ইছামতি ও কালিন্দী ও রায়মঙ্গল ত্রিমোহিনী নদীর পারে পালিত হয় এই ভাইফোঁটা।"

ভাইফোঁটা দেওয়া নিয়ে বচসায় স্ত্রী খুন স্বামীর

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ভাইফোঁটা দিতে বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়ে স্বামীর সাথে বচসা গৃহবধূর। এরই জেরে গৃহবধূকে খুন করার অভিযোগ উঠলো স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ডায়মন্ড হারবার থানার অম্বলহাড়া এলাকায়। মৃত গৃহবধূ সুমিতা মন্ডল।

জানাযায়, গত ৩ বছর আগে মন্দির বাজারের বিদ্যাধরপুর এলাকার বাসিন্দা সুমিতা মন্ডলের সাথে ডায়মন্ডহারবারের অম্বল হাড়ার বাসীন্দা ছটু হালদারের বিয়ে হয়। মৃত গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে পণের টাকা চেয়ে প্রায়ই অশান্তি করত স্বামী ছোটু হালদার। এমনকি বিয়ের তিন বছর হয়ে গেলেও তাদের কোন সন্তান না হওয়ায় গত সোমবার বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর দেন প্রতিবেশীরা এ নিয়েই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে সুমিতা হালদার ভাইফোঁটা দিতে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য স্বামীকে জানালে তা নিয়েও বচসা শুরু হয়। পরে শ্বশুর বাড়ির লোকজন বাপের বাড়িতে ফোন করে জানায় তাদের মেয়ে বিষ খেয়েছে। ঘটনার পর বাপের বাড়ির লোকজন হাসপাতালে গেলে সুমিতা হালদার বাপের বাড়ির লোকজনকে জানায় তার স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন জোর করে তাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। বুধবার ভোর রাতে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। ঘটনায় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বাপের বাড়ির লোকজন। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তারা। শ্বশুর বাড়ির লোকজন পলাতক। অন্যদিকে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া গৃহবধূর বাপের বাড়িতে।

বিরসা মুন্ডার আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের চকভৃগু এলাকায় বিরসা মুন্ডার জন্মদিন কে সামনে রেখে বিরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন করা হলো। যেখানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, বালুরঘাট পৌরসভার চেয়রম্যান অশোক মিত্র, বালুরঘাট পৌরসভার প্রাক্তন চেয়রম্যান শেখর দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট আইনজীবী সুভাষ চাকি, এবং বালুরঘাট পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা। শ্রদ্ধা ও স্বরণের সাথে এদিন বিরসা মুন্ডার মূর্তি উন্মোচন করা হয় আদিবাসী সংস্কৃতি মেনে। এই উপলক্ষে এদিন নানান সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিরসা মুন্ডার জন্মদিন পালন সুন্দরবনে

মাফরুজা খাতুন ● গোসাবা

আপনজন: রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণী কল্যান ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে বুধবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের গোসাবা ব্লক ময়দানে পালিত হল মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার ১৪৮ তম জন্ম দিবস।এদিন প্রদীপ প্রজ্জোলন করে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সুন্দরবন উন্নয়ণ মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা,জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাপরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল,জেলাপরিষদ সদস্যা শঙ্করী মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার আত্মজীবনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে জনসমকক্ষে তুলে ধরেন মন্ত্রী।

নওশাদকে এক হাত নিয়ে ভোট কাটোয়া বলে কটাক্ষ ফিরহাদের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ভাইফোঁটা পালন করলেন পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ভাইফোঁটা উপলক্ষে বোনদের হাত থেকে ফোঁটা নিলেন তিনি। বোনেরা মুখ মিষ্টি করে তার দাদার হতে উপহার তুলে তার দীর্ঘজিবি থাকার কামনা করলেন। একই ভাবে দাদা মন্ত্রী ও মেয়র তাদেরকে ভালো থাকার আশীর্বাদ করলেন। তাদের হাতে তুলে দিলেন ছোট উপহার। বুধবার রাজ্যের সমস্ত ভাই বোনদের উদ্দেশে ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা জানান তিনি। চেতলা অগ্রণী ক্লাবে ভাইফোঁটা উপলক্ষে এদিন ধুতি পাঞ্জাবি পড়ে হাজির হন মন্ত্রী মশায়। বোনদের সঙ্গে ভাইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মেলবন্ধবের অটুট ঐতিহ্য বজায় রেখে পালন করা হয় ভ্রাতৃ দ্বিতীয় উৎসব। অনুষ্ঠানের শেষে ফিরহাদ হাকিম জানান, আমরা সব ভাই বোন একসঙ্গে থাকি। সবাইকে ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা জানাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধের লড়াই এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের আশীর্বাদ আমাদের সাহস যোগায় বলে জানান তিনি। ফিরহাদ বলেন, ভালোবাসা এবং মানবিকতার উৎসব হচ্ছে ভাইফোঁটা। আমাদের লড়াই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে চলবে বলেও এদিন জানান তিনি । তার বক্তব্য যাদের কাছে জনসংযোগ নেই, তারা নতুন করে জনসংযোগ করছেন বলে কটাক্ষ করেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, এটা আন্তরিকতার ভাইফোঁটা । আন্তরিক ভাবে এই এলাকায় মানুষের সঙ্গে আমি ছোট বেলা থেকে আছি বলে জানান তিনি।এদিন জয়নগর এর প্রসঙ্গে তিনি বলেন , এগুলো হচ্ছে রাজনীতিক চাল। একজন সিপিএম নেতা কি করে সুপারি দিয়ে একজন তৃণমূল নেতাকে খুন করে । আমরা ঘর পোড়ানোকে সমর্থন করি না। পুলিশ তদন্ত করছে। এটা কি নজর ঘুরানোর জন্য কি ঘর পোড়ানো হয়েছে বলে পাল্টা কটাক্ষ ফিরহাদ হাকিমের। তিনি জয়নগরের ঘটনার নিন্দা করে বিরোধীদের অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন কাউকে কোনো টার্গেট করা হচ্ছে না। সিপিএম ভাবছে তৃণমূল নেতাকে মারলে ক্ষমতা চলে আসবে। সেটা কোনো দিনেই হবে না। তিনি আরো বলেন, বিজেপি কে যারা সাহায্য করে তারা এটা করে। যারা তৃণমূলকে টার্গেট করছে তারা আসলে বিজেপি কে সাহায্য করছে, বলে পাল্টা কটাক্ষ করেন তিনি। এদিন নওশাদ সিদ্দিকী কে এক হাত নিয়ে তাকে ভোট কাটোয় বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েন না ফিরহাদ হাকিম।

হিংসাদীর্ণ দলুয়খাকিতে মাধ্যমিক পড়ুয়াদের বই নষ্ট, পাশে এপিডিআর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: বুধবার মানবাধিকার সংস্থা এপিডিআর-এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল জয়নগরের হিংসাধ্বস্ত দলুয়খাকি গ্রামে যায়। এলাকার বহু নারী পুরুষের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এপিডিআরের পক্ষে জানানো হয়, দলুয়খাকির লস্কর পাড়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এখনো প্রায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ গ্রাম ছাড়া। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আকলিমা লস্কর সহ বহু ছাত্র-ছাত্রীদের বই সহ যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের জামা কাপড় দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র চাল ডাল সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জব কার্ড সহ বাড়ির দলিল, এডমিট মার্কশিট সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ বিষয়ে এপিডিআর-এর দাবি।

গত ১৩ নভেম্বর পুলিশের উপস্থিতিতে ঘর ভাঙচুর করে জ্বালানো হল! পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত করে দোষী পুলিশদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশের এই ভূমিকা সন্দেহজনক! প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতেই কি পুলিশের এই ভূমিকা? অবিলম্বে ঘর ছড়াদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে। এলাকায় শান্তি ফেরাতে অবিলম্বে প্রশাসনকে উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের পর্যবেক্ষণে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বলে আমাদের ধারণা। ঐ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে। অতি দ্রুততার সাথে পোড়া ভাঙ্গাচোরা বাড়িতে যে সমস্ত মহিলারা আছেন তাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্যের জামা কাপড়, শীত বস্ত্র, খাওয় দাওয়র চাল ডাল তেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) ধৃত ব্যক্তির উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিছু ঘরছাড়াকে ঘরে ফেরানো হল জয়নগরে

জাহেদ মিস্ত্রী ● জয়নগর

আপনজন: তৃণমুল নেতা সাইফুদ্দিন খুনে ব্যবহার করা হয়েছিল দলুয়াখাঁকির এক যুবকের বাইক। তার নাম মফিজুল লস্কর। ঘটনার দিনেই বাইক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তৃণমুল নেতা খুনের পর থেকে পলাতক মফিজুল। তার সন্ধানে নানান জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। দোলুয়াখাঁকির লস্কর পাড়ার বহু বাসিন্দাই ঘটনার পর থেকে পলাতক।

বেশ কয়েকজন ঘরছাড়াকে এদিন ঘরে ফেরানো হয়। তারা সকলেই সিপিএম সমর্থক। ঘটনার পর থেকে তারা আতঙ্কে বাড়িছাড়া ছিলেন। তাদের দক্ষিন বারাসাত পার্টি অফিসে রাখা হয়। তাদের বাড়ির সমস্ত জিনিস লুঠপাট করা হয়েছে। ভেঙে দেওয়া হয়েছে বাড়িঘরও। দলের পক্ষ থেকে গতকাল সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলি, শমীক লাহিড়ীরা তাদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেয়। সেই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়েই তারা এদিন বাড়ি ফেরেন। তাদের বাড়ি ফেরাতে দক্ষিন বারাসাত দলীয় পার্টি অফিসে আসেন কান্তি গাঙ্গুলি ও আরএসপি নেতা সুভাস নস্কর। যদিও তারা এদিন গ্রামে যাননি। স্থানীয় নেতৃত্ব ঘরছাড়াদের নিয়ে দোলুয়াখাঁকিতে গেলে তাদের ঢুকতে এদিনও বাধা দেয় পুলিশ। শুধুমাত্র গ্রামের বাসিন্দারাই বাড়িতে ফেরেন। মোট ৮টি পরিবার এদিন বাড়ি ফেরে বলে প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে। তাদের সাথে মহিলা সমিতির কয়েকজন কর্মী ছিলেন। বাড়ি ফিরলেও আতঙ্ক কাটছে না ঘরছাড়াদের। পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে ২৪ ঘন্টাই অশান্তি এড়াতে পুলিশ পাহারা থাকবে এলাকায়। বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান গ্রামে বহিরাগত কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ঘটনারপর উত্তেজিত জনতা সাহাবুদ্দিন কে পিটিয়ে মারে। তার দেহ এদিন ময়নাতদন্তের পর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনায় ৫ জনকে সিসিটিভিতে দেখা গেলেও আরও বেশ কয়েকজন জড়িত বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। তারা সকলেই পলাতক।

পথ কুকুরদের ফোঁটা দিয়ে ভাইফোঁটা পশুপ্রেমীর

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: পথ কুকুরদের ফোঁটা দিয়ে ভাইফোঁটা দিবস পালন করলো পশুপ্রেমী সপ্তদীপা দে। নিজের দাদা কে ফোঁটা দেওয়র পাশাপাশি কুকুরদের ফোঁটা দিয়ে তাদের পছন্দের খাবার পরিবেশন করলেন ধূপগুড়ি তিন নম্বর ওয়র্ডের মাজার শরিফ পাড়ার বাসিন্দা পশুপ্রেমী সপ্তদীপা। তার বাড়ির চারপাশে কম করে ১৪ থেকে ১৫ টি পথকুকুর রয়েছে। যারা গোটা পাড়াটিতে পাহারা দেয়। ভালোবেসে সেগুলিকে সে প্রতিদিন খাওয়ন। তাই এই বিশেষ দিনে নিজের দাদাকে ফোঁটা দেওয়র পাশাপাশি তাদেরকেও ফোঁটা দিয়ে নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করলেন পশুপ্রেমী। এদিন একেবারে নিয়ম নিষ্ঠার সাথে যেভাবে নিজের দাদা সম্রাটকে ভাইফোঁটা দিয়ে যমের দুয়রে কাঁটা খেলার প্রার্থনা করেছেন ঠিক তেমনি দীর্ঘায়ু কামনা করে তাদেরকে ফোঁটা দিয়ে যমের দুয়রে কাটা দেওয়র প্রার্থনা করেছেন। যা অতি বিরল বলেই মনে করছেন সাধারণ মানুষ। ফোঁটা দেওয়র পর তাদের পছন্দের খাবার এনে খাওয়ায় পশুপ্রেমী সপ্তদীপা।

রহস্য জনকভাবে স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সাতসকালে জোড়া দেহ উদ্ধারে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার ফরিদপুর অঞ্চলের কলিকাহারা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানাযায় জানালা দরজা বন্ধ করা ঘরের মধ্যে দম্পত্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়, খবর দেওয় হয় পুলিশ প্রশাসনকে। খুন নাকি আত্মহত্যা সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় জলঙ্গি থানার পুলিশ পুলিশ এসে স্থানীয় মানুষের সাহায্য সিঁড়ি ঘরের টিনের চালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে ঘরের মেন গেটের তালা ভেঙ্গে পুলিশ প্রবেশ করে দেখেন গৃহবধূর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় আছে ও যুবক ঘরের বারান্দায় পড়ে রয়েছে। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপালের মর্গে পাঠায়। মৃতের পরিবার সূত্রে দুজনের নাম জানাযায় জলি বিবি বয়স আনুমানিক ২১ বছর ও যুবকের নাম আলঙ্গির বয়স ২৫ বছর। মৃত গৃহবধূর বাবা জানান গত চার বছর আগে একি গ্রামের আলঙ্গিরের সঙ্গে বিবাহ হয় বিয়ের শুরু থেকেই ভালোই চলতো সংসার কোনো দিন কোনো সমস্যার কথা জানতে পারিনি হটাৎ এমন কি হলো যে দুজনেই আত্মহত্যা করলো। তিনি আরও বলেন এলাকায় সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক কারো সঙ্গে কোনো ঝামেলা নেই কি ভাবে কি হলো বুঝে উঠতে পারছিনা সঠিক তদন্তের দাবিও জানান।

মৃত আলঙ্গিরের মা বলেন গত রাত্রিতে টোটো রেখে আসে বাড়িতে তখন ভালোই কথা বলেছে, বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে নতুন বাড়ি বানিয়ে স্বামী স্ত্রী বসবাস করেন ফাঁকা বাড়িতে তালা বন্ধ বাড়িতে কি ভাবে কি হলো বুঝে উঠতে পারছিনা বলেও জাননা। তিনি আরও বলেন মৃত গৃহবধূর ছোটো বোনের বিয়ে হয়েছে তাদের বাড়িতে যেতে বলার জন্য তার মা সকালে ডাকতে আসলে কেও কোনো উত্তর না দিলে রান্না ঘরের জানালা দিয়ে ডাকতে গেলে দেখেন যে গৃহবধূ ঝুলন্ত অবস্থায় ও জামাই মেয়ের পায়ের কাছেই পড়ে রয়েছে। তখন চিৎকার চেঁচামিচি করলে গ্রামের মানুষ ছুটে আসে ও থানায় খবর দেওয়া হয়।

ঘটনায় খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসেন ডোমকল এস ডি পি ও সেখ সামসুদ্দিন, সি আই ও জলঙ্গি থানার ওসি কৌশিক পাল তারা পুরো বিষয়ে ইতি মধ্যে তদন্তশুরু করছে, খুন না আত্মহত্যা।ঘটনায় পরিবার সহ এলাকায় শোকেরা ছায়া নেমে এসেছে।

কো-অর্ডিনেটর পদ বিলুপ্ত করা হল পশ্চিম মেদিনীপুর তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন:পশ্চিম মেদিনীপুরে তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর পদ বিলুপ্ত করে দেওয় হল। এই পদে ছিলেন অজিত মাইতি। অজিত পিংলার বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি। তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে রদবদল হতে পারে বলে জোর জল্পনা চলছিল। সুজয় হাজরাকে এই পদ থেকে সরানো হতে পারে বলে জল্পনা ছিল। দলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে সুজয়কেই পুনর্বহাল করে তৃণমূল। সোমবার তাঁকে এই পদে পুনর্বহাল করা হয়। দলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে দীনেন রায়কেও। অন্যদিকে, দলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে পুনর্বহাল করা হয় আশিস হুতাইতকে। ঘাটালে দলের জেলা চেয়ারম্যান পদে অবশ্য রদবদল হয়। চেয়ারম্যান ছিলেন অমল পন্ডা। তাঁকে সরানো হয়। এখানে দলের চেয়ারম্যান করা হয়েছে শঙ্কর দোলুইকে। শঙ্করবাবু ঘাটালের প্রাক্তন বিধায়ক।

সুজয়কে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানো হতে পারে– মেদিনীপুরে এই জল্পনা মাথাচাড়া দেয় মাস খানেক আগে। সে সময়ে বিধানসভার অধিবেশন চলছিল। অধিবেশনে গিয়েছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের দলীয় বিধায়কেরাও। পরে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিধায়কেরা। জেলার বেশিরভাগ বিধায়কই ছিলেন। ছিলেন শিউলি সাহা, অজিত মাইতি, জুন মালিয়া, বিক্রম প্রধান, উত্তরা সিংহ প্রমুখ। দলনেত্রীর কাছে সুজয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন কয়েকজন বিধায়ক। তাঁদের আভিযোগ ছিল, কিছু ব্লকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেড়েছে। এতে মদত দিচ্ছেন সুজয়। সে সময়ে পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়েও না কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ করে ছিলেন কিছু বিধায়ক।

হাই মাদ্রাসায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলায় আরামবাগ বিধানসভার পাড়া বাগনান সিদ্দিকিয় পীর আজিজিয় জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় সচেতনামূলক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় সোমবার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে এদিন। চক্ষু ছানি অপারেশন, গাইনি বিভাগ, কার্ডিওলজিস্ট, দাঁত ,জেনারেল মেডিসিন সহ বিভিন্ন ডাক্তারবাবুরা এসে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের পরিষেবা দেন। উপস্থিত ছিলেন ডা, সমিরঞ্জন অধিকারী, ডা, পি দাস, দৃশ্যম হসপিটালের অর্ণব পালধী, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আসগার ইমাম, সম্পাদক হাজী আব্দুস সালেম,অধ্যাপক লতিফখান, প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম, নিমাই ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সিরাজুল ইসলাম, কাজীআমিনুল ইসলাম,সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা। এদিন সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ৪০০ জন বেশি মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে। মাদ্রাসাযর এই উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কাজল শেখের উদ্যোগে গণ ভাইফোঁটা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ভাতৃদ্বিতীয় উপলক্ষে বীরভূম জেলায় নানুর থানার অন্তর্গত পাপুরি গ্রামে গণ ভাইফোটার আয়োজন করা হয়েছিল। এই গণ ভাইফোঁটায় জাতি ধর্মমত নির্বিশেষে কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখের নিজগ্রামে এই গণ ভাইফোঁটার আয়োজন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজল শেখ, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, কেতুগ্রামে বিধায়ক শাহনাজ শেখ, নানুরের বিধায়ক বিধান মাঝি, অনুব্রত মণ্ডলের ভাই প্রিয়বত মন্ডল, অনুব্রত মণ্ডলের আরেক ভাই সুমিত মন্ডল ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

গণ ভাইফোঁটা সামসেরগঞ্জ থানার উদ্যোগে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: অভিনব উদ্যোগ নিয়ে গণ ভাইফোটার আয়োজন করল মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানা। বুধবার শামসেরগঞ্জের ধুলিয়ন পৌরসভার বড়তরফ মাঠে আয়োজিত এই গণ ভাইফোঁটায় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু মুসলিম জৈন সহ সব ধর্মের সাধারণ মানুষ এবং বিশিষ্ট জনেরা। পাশাপাশি ভাইফোঁটার এই অনুষ্ঠানে সামিল হন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ওসি সুমিত বিশ্বাস, ধুলিয়ন পৌরসভার চেয়রম্যান ইনজামাম উল ইসলাম, সমাজসেবী রামকৃষ্ণ সিংহ চুন্নু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন প্রায় শতাধিক মানুষের কপালে ভাইফোঁটা প্রদান করা হয়। এই প্রথম সামশেরগঞ্জ থানার উদ্যোগে অভিনব আয়োজনের প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষ।

ছোটদের গল্প পাঠের আসর

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার শিশু দিবস উপলক্ষ্যে লেক মার্কেটের রিড বেঙ্গলি বুকস্টোরে "রৌনক পাবলিকেশনের" উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ছোটদের জন্য গল্প পাঠের আসর। এক্কা দোক্কা নামক বই থেকে নিজের লেখা গল্প পাঠ করে শোনালেন সাহিত্যিক জয়দীপ চক্রবর্তী। নিজেদের লেখা গল্প পড়ে ছোটদের মনোরঞ্জন করলেন সাহিত্যিক ঋতা বসু, সৈকত মুখোপাধ্যায়, দীপান্বিতা রায় । গল্পের সঙ্গে ছিল শিশু সাহিত্য নিয়ে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় আলোচনা।সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন প্রকাশক রূপা মজুমদার।

বিশেষ দোয়া

ফিলিস্তিনের জন্য দোয় অনুষ্ঠিত হয় মগরাহাটের মোহনপুর মাদ্রাসা তাহিরুল উলুমের মাঠে । সভাপতিত্ব করেন মাওলানা শাহনাওয়জ। উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মাস্টার সাহেব প্রমুখ। ছবি: মোনাওয়র হোসেন

মাধ্যমিক ২০২৪
টেস্ট পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের 'আপনজনে' প্রকাশিত হবে প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্র, সঙ্গে দেওয়া থাকবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর। অবশ্য অংকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য এগুলি প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

সৌজন্যে - মাধ্যমিক ২০২৪ কথাশিল্প মক টেস্ট পেপারস

ভৌত বিজ্ঞান

নতুন পাঠ্যসূচি
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ২

'ক' বিভাগ

1. বহুবিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন : (প্রতিটি প্রশ্ন বাধ্যতামূলক) **1 × 15 = 15**

প্রতিটি প্রশ্নের নীচে চারটি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া আছে। যেটি ঠিক সেটি লেখো।

1.1 বিশ্ব উষ্ণায়নে যে গ্যাসটির ভূমিকা সর্বাধিক তা হল—
(a) NO_2 **(b)** SO_2 **(c)** CO_2 **(d)** H_2O

1.2 আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে **P – V** লেখচিত্রটির প্রকৃতি হল—
(a) অধিবৃত্ত **(b)** সমপরাবৃত্ত **(c)** সরলরেখা **(d)** বৃত্তাকার

1.3 কোনো গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব **8** হলে গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব হল—
(a) 16 **(b)** 8 **(c)** 32 **(d)** 24

1.4 দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ **(x)** ও ফোকাস দূরত্বের **(y)** মধ্যে সম্পর্কটি হল—
(a) x = y **(b)** 2x = y **(c)** 2y = x **(d)** xy = 1

1.5 যে বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক সর্বাধিক তা হল—
(a) বেগুনি **(b)** লাল **(c)** সাদা **(d)** সবুজ

1.6 কোনো কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক 12×10^{-6}/°C হলে পদার্থটির আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান হবে—
(a) 6×10^{-6}/°C **(b)** 24×10^{-6}/°C **(c)** 36×10^{-6}/°C **(d)** 18×10^{-6}/°C

1.7 **B.O.T.** যে রাশির একক তা হল—
(a) তড়িৎ শক্তি **(b)** তড়িৎ ক্ষমতা **(c)** তড়িৎ বিভব **(d)** তড়িৎ আধান

1.8 ফিউজ তারের উপাদান হল—
(a) টিন, সীসা **(b)** টিন, তামা **(c)** সীসা, তামা **(d)** লোহা, তামা

1.9 বিটা রশ্মি যে কণার স্রোত তা হল—
(a) প্রোটন **(b)** নিউট্রন **(c)** ইলেকট্রন **(d)** কোনোটিই নয়

1.10 নীচের যে মৌলটির পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সর্বাধিক তা হল—
(a) Cs **(b)** Na **(c)** K **(d)** Li

1.11 আধুনিক দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে শ্রেণি সংখ্যা হল—
(a) 7 **(b)** 9 **(c)** 8 **(d)** কোনোটিই নয়

1.12 কোনো লোহার **(Fe)** দ্রব্যের উপর সোনার **(Au)** প্রলেপ দিতে হলে ক্যাথোড ও অ্যানোড হিসেবে ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে—
(a) Fe, Au **(b)** Au, Fe **(c)** Au, Au **(d)** Fe,Fe

1.13 ওলিয়ামের রাসায়নিক সংকেত হল—
(a) H_2SO_4 **(b)** $H_2S_2O_7$ **(c)** H_2SO_3 **(d)** HNO_3

1.14 অ্যালুমিনিয়ামের একটি আকরিকের নাম হল—
(a) বক্সাইট **(b)** ক্যালামাইন **(c)** কিউপ্রাইট **(d)** হেমাটাইট

1.15 সরলতম অ্যালকাইন যৌগ হল—
(a) মিথেন **(b)** ইথিলিন **(c)** অ্যাসিটিলিন **(d)** ইথেন

'খ' বিভাগ

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) **1 × 21 = 21**

2.1 এলপিজি -এর মূল উপাদান কী?

2.2 বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরকে শান্ত মণ্ডল বলে?

2.3 বাস্তব গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল নেই— **সত্য / মিথ্যা নিরূপণ করো।**

2.4 আকাশের রং আকাশি হওয়ার কারণ কী?

অথবা

দীর্ঘ দৃষ্টি ত্রুটি নিরাময়ের জন্য কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়?

2.5 গ্যাসের স্থির চাপে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের মান কত?

2.6 ক্যামেরার কোন অংশটি ক্যামেরায় আলো প্রবেশের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে?

অথবা

লেন্সের ক্ষমতার SI এককটি লেখো।

2.7 আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে লাইভ তারের বর্ণ কী?

2.8 একটি তারকে টেনে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে পরিবর্তিত রোধ কত গুণ হবে?

অথবা

রোধাঙ্কের SI এককটি লেখো।

2.9 তড়িৎ কোশের তড়িচ্চালক বল কোন যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়?

2.10 সূর্যের মধ্যে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা কোন পদ্ধতিতে?

অথবা

নিউক্লিয় বিভাজনে কোন কণার দ্বারা নিউক্লিয়াসকে আঘাত করা হয়।

2.11 **বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো :**

বাম স্তম্ভ	ডান স্তম্ভ
2.11.1 মুদ্রা ধাতু	**(i)** খাদ্যলবণ
2.11.2 ক্ষারীয় মৃত্তিকা	**(ii)** মিথেন
2.11.3 সমযোজী যৌগ	**(iii)** সোনা
2.11.4 তড়িৎযোজী যৌগ	**(iv)** ম্যাগনেশিয়াম

2.12 NaCl এর গলিত দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়?

2.13 অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে কোন অ্যাসিড উৎপন্ন করা হয়?

অথবা

স্পর্শ পদ্ধতিতে কোন অনুঘটক ব্যবহার করা হয়।

2.14 জার্মান সিলভারে সিলভার থাকে..... শতাংশ (শূন্যস্থান পূরণ করো)।

2.15 পলিথিনের মনোমারটির নাম কী?

অথবা

মিথেন অণুতে H—C—H কোণের মান কত?

2.16 তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন শক্তি কোন শক্তিতে পরিণত হয়?

2.17 ইথাইল অ্যালকোহলে উপস্থিত কার্যকরী মূলকটির নাম লেখো।

2.18 CaO যৌগে কোন ধরনের রাসায়নিক বন্ধন আছে?

'গ' বিভাগ

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) **2 × 9 = 18**

3.1 CFC দ্বারা কীভাবে ওজোন স্তর ক্ষয় হয় তা ব্যাখ্যা করো।

অথবা

ওজোন স্তর কীভাবে গঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করো।

3.2 760 mmHg চাপে একটি গ্যাসের আয়তন 2000 cc । স্থির তাপমাত্রায় কত চাপে গ্যাসটির আয়তন অর্ধেক হবে?

3.3 গাড়ির ভিউফাইন্ডারে কোন ধরনের দর্পণ ব্যবহার করা হয় ও কেন?

অথবা

মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা লেখো।

3.4 ওহমের সূত্রটি লেখো এবং এর লেখচিত্র অঙ্কন করো।

3.5 আধুনিক পর্যায় সূত্রটি লেখো।

3.6 সমযোজী ও তড়িৎযোজী পদার্থের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

অথবা

$_{12}X$ ও $_{17}Y$ মৌল দুটি পরস্পর যুক্ত হয়ে কী ধরনের যৌগ গঠন করবে এবং এর সংকেত কী?

3.7 তড়িৎ বিশ্লেষণের দুটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

3.8 1100°C তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ওপর দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস চালনা করা হলে কী উৎপন্ন হয় তা সমীকরণসহ লেখো।

অথবা

স্পর্শ পদ্ধতিতে H_2SO_4 প্রস্তুতির রাসায়নিক সমীকরণগুলি লেখো।

3.9 (–CHO) ও (–OH) মূলক দ্বারা গঠিত একটি করে যৌগের নাম লেখো।

'ঘ' বিভাগ

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) **3 × 12 = 36**

4.1 আদর্শ গ্যাস সংক্রান্ত চার্লসের সূত্রটি লেখো এর থেকে পরম শূন্য তাপমাত্রা ধারণা দাও। 3

4.2 10 g ক্যালশিয়াম কার্বনেটকে উত্তপ্ত করলে NTP তে কত আয়তনের CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হবে? (Ca = 40, C = 12, O = 16)

অথবা

1.8 g জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে NTP তে কত আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে? (H = 1, O = 16)

4.3 কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দাও। তাপ পরিবাহিতাঙ্কের SI একক কী লেখো।

4.4 অবতল দর্পণ দ্বারা কীভাবে একটি বস্তুর সদ্ বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তা চিত্রের সাহায্যে দেখাও। প্রতিবিম্বের প্রকৃতি উল্লেখ করো।

অথবা

উত্তল লেন্সের আলোক কেন্দ্র ও ফোকাস দূরত্বের সংজ্ঞা দাও। 3

4.5 চোখের দৃষ্টি ত্রুটি বলতে কী বোঝো? এর কারণ ও প্রতিকার কীভাবে করা হয় তা লেখো। 3

4.6 তড়িৎচালক বল ও বিভব-প্রভেদের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। একটি ওহমীয় পরিবাহীর নাম লেখো। 3

অথবা

ফিউজ তারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো। বাড়ির সমস্ত তড়িৎ যন্ত্রগুলি বর্তনীতে কোন সমবায় যুক্ত থাকে। 3

4.7 মোটর ও ডায়নামোর মধ্যে একটি পার্থক্য লেখো। বার্লোচক্রের বেগ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

4.8 নিউক্লিয় বিভাজন বলতে কী বোঝো? নিউক্লিয় বিক্রিয়াসহ এর একটি উদাহরণ দাও।

অথবা

নিউক্লিয় সংযোজন বলতে কী বোঝো? নিউক্লিয় বিক্রিয়াসহ এর একটি উদাহরণ দাও।

4.9 $_9A$, $_{10}B$, $_{11}C$ মৌলগুলির মধ্যেকার তড়িৎ ঋণাত্মকতা সবচেয়ে বেশি? মৌলের আয়নন শক্তি বলতে কী বোঝো? তীব্রতম তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলটির নাম লেখো।

4.10 Cu তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে কপার সালফেটের তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে অ্যানোড ও ক্যাথোডে কী পরিবর্তন হয় তা লেখো। থার্মিট মিশ্রণ কী?

অথবা

তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যালুমিনা থেকে কীভাবে অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন করা হয় তা ব্যাখ্যা করো। অ্যালুমিনিয়ামের একটি ব্যবহার লেখো।

4.11 অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও ইথাইল অ্যালকোহলের একটি করে ব্যবহার লেখো। একটি পলিমারের নাম লেখো।

4.12 অ্যামোনিয়া গ্যাসকে কীভাবে শনাক্ত করবে তা সমীকরণসহ লেখো। ইউরিয়ার একটি ব্যবহার লেখো।

অথবা

কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করলে কী ঘটে সমীকরণসহ ব্যবহার লেখো। নাইট্রোলিম-এর একটি ব্যবহার লেখো।

উত্তর

'ক' বিভাগ

1. **1.1** (c) CO_2 **1.2** (b) সমপরাবৃত্ত **1.3** (a) 16 **1.4** (c) 2y = x **1.5** (a) বেগুনি **1.6** (c) 36×10^{-6}/°C **1.7** (a) তড়িৎ শক্তি **1.8** (a) টিন, সীসা **1.9** (c) ইলেকট্রন **1.10** (d) Cs **1.11** (d) কোনোটিই নয় **1.12** (a) Fe, Au **1.13** (b) $H_2S_2O_7$ **1.14** (a) বক্সাইট **1.15** (c) অ্যাসিটিলিন

'খ' বিভাগ

2. **2.1** বিউটেন **2.2** স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার **2.3** মিথ্যা **2.4** আলোর বিক্ষেপণ **অথবা** উত্তল লেন্স **2.5** 1/273°C **2.6** শাটার **অথবা** ডায়োপটার **2.7** বাদামি **2.8** চারগুণ **অথবা** ohm–m **2.9** পোটেনশিওমিটার **2.10** নিউক্লিও সংযোজন **অথবা** নিউট্রন

2.11

বাম স্তম্ভ	ডান স্তম্ভ
2.11.1 মুদ্রা ধাতু	(i) সোনা
2.11.2 ক্ষারীয় মৃত্তিকা	(ii) ম্যাগনেশিয়াম
2.11.3 সমযোজী যৌগ	(iii) মিথেন
2.11.4 তড়িৎযোজী যৌগ	(iv) খাদ্যলবণ

2.12 ক্লোরিন **2.13** নাইট্রিক অ্যাসিড **অথবা** ভ্যানাডিয়াম পেন্টঅক্সাইড **2.14** 0% **2.15** ইথিলিন **অথবা** 109°28′ **2.16** তড়িৎ শক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তি **2.17** হাইড্রক্সিল(OH) মূলক **2.18** তড়িৎযাজী

সুরা হাশরের ২২ থেকে ২৪ আয়াতের ফজিলত

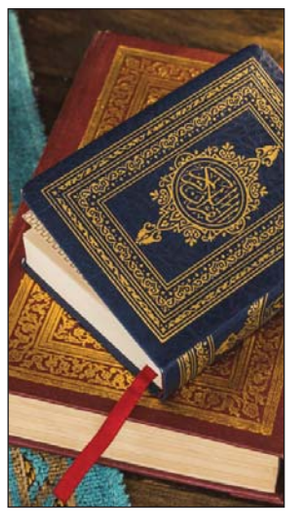

ফেরদৌস ফয়সাল

মদিনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু নাজিরের বসবাস। তারা নবী করিম সা.-এর সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এ অবস্থায় নবী করিম সা. তাদের মহল্লায় গেলে তারা তাঁকে একটি ছাদের নিচে বসতে দেয়। পরে ছাদ থেকে পাথর গড়িয়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাঁকে এ বিষয়ে জানানো হলে তিনি জায়গাটি থেকে সরে যান। তাদের জানিয়ে দেন, 'তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছ। তোমাদের যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়ার জন্য ১০ দিন সময় দেওয়া হলো। এরপর তোমাদের কাউকে পাওয়া গেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।'

মুনাফিক সরদারের প্ররোচনায় তারা দেশ ত্যাগ করল না। নবী করিম সা. চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তাদের পাড়া ঘেরাও করেন। নিরুপায় হয়ে তারা নতিস্বীকার করলে নবী করিম সা. আবারও তাদের সুযোগ করে দিয়ে বললেন, 'অস্ত্র ছাড়া যতটা পারো জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এখনই এলাকা ত্যাগ করো।' আদেশ মেনে তারা দেশত্যাগ করল। কেউ চলে গেল খাইবার উপত্যকায়, কেউ সিরিয়ায়।

সুরাটির শেষ তিন আয়াতে আছে, 'তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুণাময়'।

সুরা হাশর পবিত্র কোরআনের ৫৯তম সুরা। এটি মদিনায় অবতীর্ণ। এর ৩ রুকু, ২৪ আয়াত। এই সুরায় ইহুদিদের নির্বাসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত হলো:

'হুআল্লা হুল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলিমুল গাইবী ওয়াশ শাহাদাদি, হুয়ার রাহমানুর রাহিম। হুআল্লা হুল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। ছুবহানাল্লাহি আম্মা য়ুশরিকুন। হুআল্লাহুল খালিকুল বা-রিউল মুছাওয়িরু লাহুল আসমাউল হুসনা। ইউছাব্বিহু লাহু মা ফিস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ; ওয়া হুয়াল আজিজুল হাকিম।'

অর্থ : তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই মালিক, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী। ওরা যাকে শরিক করে আল্লাহ তার থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞানী। (সুরা হাশর, আয়াত: ২২থেকে ২৪)

রাসুল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল বেলা সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে। আল্লাহ ওই ব্যক্তির জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন; যারা উক্ত ব্যক্তির জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। আর এ সময়ের মাঝে যদি লোকটি মারা যায়, তাহলে সে শহীদের মৃত্যু লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি এটি সন্ধ্যার সময় পড়বে, তাহলে তার একই মর্যাদা রয়েছে।' (সুনানে তিরমিজি,হাদিস : ৩০৯০)

সর্বোত্তম সদকা সম্পর্কে মহানবী সা. যা বলেছেন

যাকারিয়া মাহমুদ

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ধনী-গরিব দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। ধনীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, 'তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।' (সূরা : জারিআত, আয়াত : ১৯)

সুতরাং ব্যক্তি যত সম্পদশালীই হোক না, সম্পদ তার একার নয়; তার সম্পদে অসহায় মানুষেরও অংশ আছে।

সদকা কাকে বলে?

আরবি সদকাহ শব্দের অর্থ দান-খয়রাত ও জাকাত।

আর পরিভাষায় সদকা বলা হয় 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অসহায় ও দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করা হয় তাকে সদকা ও খয়রাত বলে। (সংক্ষিপ্ত মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ১৪২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) যা কিছু ব্যয় করো তা-ই সদকা। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে নলাটি তুলে দাও সেটাও। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৫৪)

কোরআন-হাদিসে সদকা

কোরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তাআলা সদকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো। সেদিনের পূর্বে, যে দিন থাকবে না ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুবান্ধব এবং কোনো সুপারিশ। (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৫৪)

রাসুল সা. বলেন, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। একটি খেজুর সদকা করে হলেও। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৪১৭)

উত্তম সদকা কোনটি

রাসুল সা.-কে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কী সদকা করব? জবাবে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন, 'হে নবী! বলে দিন, যা (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত থাকে।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২১৯)

হাকিম ইবনে হিজাম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সা. বলেছেন, সর্বোত্তম সদকা হলো, যা নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১০৩৪)

তবে দান করার সময় অবশ্যই উত্তম বস্তুগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো। নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয়ের ইচ্ছা কোরো না। কেননা তোমরা তা কখনোই গ্রহণ করবে না। তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নাও; তাহলে জেনে রেখো-আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৬৭)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, সদকা করতে হবে উৎকৃষ্ট ও সেরা বস্তু। নিকৃষ্ট বস্তু সদকা করা যথাবিধি নয়।

উত্তম দানে সাহাবিদের প্রতিযোগিতা

পবিত্র কোরআনে উত্তম বস্তু দান করার নির্দেশ দিলে সাহাবিদের মধ্যে নিজের সর্বোত্তম সম্পদ দানের প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, সে সময়ে মদিনার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ছিলেন আবু তালহা রা.। মসজিদ-ই-নববীর কাছে তাঁর একটি বাগান ছিল। নাম 'বারিহা'। স্বীয় বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে এ বাগানটি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। রাসুল সা. প্রায়ই যেতেন সে বাগানে। বাগানে অবস্থিত কূপ থেকে মিষ্টি পানি পান করতেন। কোরআনে উত্তম বস্তু দানের নির্দেশ দিলে তিনি নবীজি সা.-এর দরবারে এসে বললেন, আল্লাহর রাসুল! আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ বাহিরা আল্লাহর পথে সদকা করে দিলাম। নবীজি তাঁকে বাহ! বাহ! দিলেন। এবং বললেন, তোমার এই বাগান তুমি তোমার স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। রাসুলের নির্দেশানুযায়ী তিনি সে বাগান আত্মীয়-স্বজন ও তাঁর চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৪৬১)

মাআরেফুল কোরআনে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত নির্দেশ আসার পর জায়েদ বিন হারেসা (রা.) দেখলেন, বাহনের ঘোড়া তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। তিনি তা নিয়েই উপস্থিত হলেন নবীজির দরবারে। নবীজি খুশি মনে তা গ্রহণ করলেন এবং ঘোড়াটি জায়েদ (রা.)-এর ছেলে উসামাকে দিয়ে দিলেন। নিজের সম্পদ নিজের ঘরে ফিরে যেতে দেখে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ।

নবীজি সা. তাঁকে কাছে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না জায়েদ! তোমার সদকা কবুল হয়েছে। (সংক্ষিপ্ত মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা ১৮৬)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

হেশাম আল-মিতিমের কাছে গিয়েছিলেন, যিনি একই মত প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি বরং তাদের সাথে একজন চতুর্থ ব্যক্তি চান। হেশাম আবু আল-বাহতারিকে খুঁজে পান এবং আবু আল-বাহতারি হেশামকে পঞ্চম ব্যক্তির সন্ধান করতে বলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা ছয়জনের একটি দল হন যারা পরিবর্তনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং সফলভাবে বয়কটের অবসান ঘটে।

লক্ষ্য করুন যে হেশাম আসলে কাউকে তাদের মন পরিবর্তন করতে রাজি করেননি, কারণ তারা ইতোমধ্যেই এই মত পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে সংযোগকারী হিসাবে কাজ করেন, যেমন আবু বকর রা: প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সংযোগকারী ছিলেন।

পরিবর্তনের উপাদান

সফলভাবে পরিবর্তন আনতে একটি আন্দোলনের উপাদানগুলো হলো : একটি অনুপ্রেরণামূলক ধারণা; ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব; এবং নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী।

এক বিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে, যাদের বেশির ভাগই ফেসবুক এবং টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা সংযুক্ত, যারা একটি ধারণার পিছনে একত্র হতে পারে এবং পরিবর্তনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে।

শেঠ গোডিন তার প্রভাবশালী বই, ট্রাইবসে বর্ণনা করেছেন কিভাবে পরিবর্তন সাধারণত ঘটে :

একটি আন্দোলন (পরিবর্তনের জন্য) ঘটে যখন লোকেরা একে অপরের সাথে কথা বলে, যখন ধারণাগুলো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বোপরি, যখন সমবয়সীদের সমর্থন মানুষকে সেই কাজ করতে পরিচালিত করে যা তারা সর্বদা সঠিক বলে মনে করত।

অভিবাসন

বয়কটের অবসানে মুহাম্মদ সা:-এর অবস্থার উন্নতি হয়নি, বরং প্রকৃতপক্ষে তার চাচা আবু তালিব ৮৬ বছর বয়সে মারা যাওয়ার কারণে আরো খারাপ হয়েছিল। একই বছরে তাঁর স্ত্রী খাদিজার মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ সা:-এর রাজনৈতিক রক্ষক চলে যাওয়ায়, মক্কায় তাঁর শক্তিশালী বিরোধীরা তাদের হয়রানিমূলক প্রচারণা জোরদার করে।

মুহাম্মদ নিজেই স্মরণ করেন, 'আবু তালিব মারা না যাওয়া পর্যন্ত কুরাইশরা আমার প্রতি ঘৃণ্য কিছু করতে পারেনি। '

মুহাম্মদ ৫৩ বছর বয়সে মক্কা ত্যাগ করেন, জীবনের শেষ ১০ বছর মদিনায় কাটিয়েছিলেন। পরবর্তী এবং শেষ অধ্যায়ে মদিনায় মুহাম্মদ সা:-এর জীবন এবং আরব উপদ্বীপে তাঁর নেতৃত্বে পরিবর্তনের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হবে।

আমরা মুহম্মদ সা:-এর চল্লিশের দশকের অধ্যায়ের শেষে আছি। এর লক্ষ্য ছিল আপনাকে পরিবর্তন তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করা, মুহাম্মদ সা: এবং তাঁর কিছু বন্ধুকে অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ দেয়া।

আমরা তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্টগুলো দেখেছি, হেরা গুহায় ওহি আসা থেকে শুরু করে এবং মদিনায় হিজরত শেষ পর্যন্ত। যখন আপনি উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন তখন আপনি কিভাবে এই টার্নিং পয়েন্টগুলো থেকে উপকৃত হতে পারেন সে পরামর্শ নিচে দিয়েছি।

(ক্রমশ...)

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা যেভাবে আদায় করবেন

সাখাওয়াত উল্লাহ

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা মুমিনের অপরিহার্য দায়িত্ব। কৃতজ্ঞতা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুমিনের অনন্য এই কল্যাণকর বৈশিষ্ট্যে রাসুলুল্লাহ সা. বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, ঈমানদারের জীবনাচার কত আশ্চর্য ধরনের! তার সব কিছুই কল্যাণকর। এটা শুধু ঈমানদারের ক্ষেত্রেই হতে পারে।

সচ্ছলতায় সে কৃতজ্ঞতা আদায় করে। সেটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার ওপর কোনো বিপদ নেমে আসে, তাহলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (মুসলিম, হাদিস : ২৯৯৯)

কৃতজ্ঞতা দুই ধরনের। এক. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা। দুই. বান্দার কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে প্রতি মুহূর্তে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নানাভাবে যে অফুরন্ত নিয়ামত ও সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, আজীবন তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও শেষ করা যাবে না। তাই সর্বাবস্থায় বলতে হবে 'আল-হামদুলিল্লাহ' (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, '(হে নবী!) আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১১১)

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহ কোনো বান্দাকে কোনো নিয়ামত দিলে সে যদি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তাহলে যা সে পেয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু আল্লাহ তাকে দিয়ে থাকেন। (ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৩৮০৫)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যদি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তোমাদের আমি আরো বেশি দেব। আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৭)

কৃতজ্ঞতা আদায়ের যত পদ্ধতি আছে সব পদ্ধতিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, বান্দা অভ্যন্তরীণ বিনয় ও বিনম্রতার মাধ্যমে, প্রশংসা ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। (মাদারিজুস সালিকিন : ২/২৪৬)

সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত।অন্যদিকে সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করাও ইসলামের শিক্ষা। কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে সামান্য পরিমাণও উপকার করে, তখন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা জরুরি। এতে একদিকে যেমন ওই ব্যক্তি আরেকজনকে সাহায্য করার ব্যাপারে উৎসাহী হবে; অন্যদিকে যিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন, তাঁর প্রতিও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এ জন্য রাসুল সা. বলেন, কারো যদি উপকার করা হয় আর সে যদি উপকারী ব্যক্তিকে 'জাযাকাল্লাহু খায়রান' (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) বলে, তাহলে সে চূড়ান্ত প্রশংসা করল। (তিরমিজি, হাদিস : ২০৩৫)

কর্মগুণে মানুষ পার্থিব জীবনে প্রশংসিত বা নিন্দিত হয়। ইসলাম মানুষের প্রশংসা বা সমালোচনা উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা আদায়ে উৎসাহিত করেছে। রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে (যথাযথভাবে) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে না। (মুসনাদ আহমদ, হাদিস : ২১৩৩১)

তবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত, যে মানুষের ওপর অত্যাচার করে তার প্রশংসা করা নিষিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, তোমরা মুনাফিককে 'আমাদের নেতা' বলে সম্বোধন কোরো না। কেননা সে যদি নেতা হয়, তবে তোমরা তোমাদের মহামহিম আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করলে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৭৭)

আর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে কোনো অবস্থায়ই বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। অতিমাত্রায় প্রশংসা করাকে খোশামোদ বা তোষামোদ বলে, যা পরিত্যাজ্য। তোষামুদে লোকেরা নিজের মতলব হাসিলের জন্য এমন প্রশংসা করে, যা বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এটা নির্লজ্জ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশংসার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে নিম্নের হাদিস প্রণিধানযোগ্য। হাদিসে এসেছে, আবু মুসা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করতে শুনে বলেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে অথবা ব্যক্তিটির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেললে। (বুখারি, হাদিস : ২৬৬৩)

তোষামোদকারীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো মুখে মাটি মেরে দেওয়া। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যখন তোমরা অত্যধিক প্রশংসাকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৫৭৭০)

সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থায়ই ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না।

পরকালে আল্লাহ যার ওপর দয়ার দৃষ্টি দেবেন না

আবদুল্লাহ নুর

পোশাকে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়। পোশাকে প্রকাশ পায় মানুষের আর্থিক ও মানসিক দীনতা। অহংকার মানুষের মানসিক দীনতা ও মনোবৈকল্যের একটি লক্ষণ। ইসলাম পোশাক নিয়ে অহংকার করতে নিষেধ করেছে।

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত নিজের পোশাক ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি কিয়ামতের দিন (দয়ার) দৃষ্টি দেবেন না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৭৮৩)

তবে ভালো পোশাক পরতে ইসলাম নিষেধ করেনি, বরং যারা সামর্থ্য থাকায় ভালো পোশাক পরে, কিন্তু তাদের মন আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকে, তারা আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে আদমসন্তান! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না।' (সুরা: আরাফ, আয়াত : ৩১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে আদমসন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ-এটাই সর্বোত্তম।

এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ২৬)

আল্লাহ সবাইকে অহংকারমুক্ত করুন। আমিন।

বাংলাদেশের টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা শুরু ২ ফেব্রুয়ারি

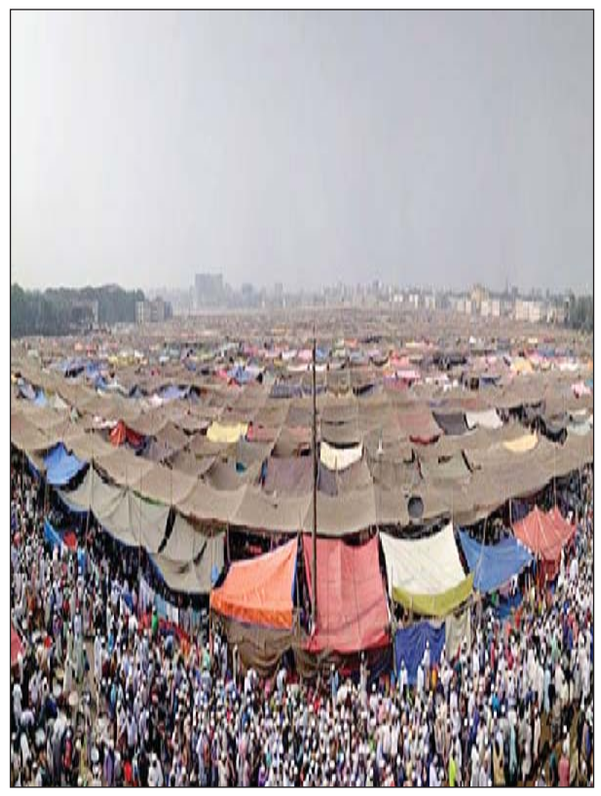

আপনজন ডেস্ক: গাজীপুরের টঙ্গীতে তুরাগ নদের তীরে মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম তাবলিগ জামাত বিশ্ব ইজতেমার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আগামী বছরও ২ পর্বে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব ইজতেমা। ২০২৪ সালের ২ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম পর্ব এবং ৯ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্বের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক শেষে এসব তথ্য জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

তিনি জানান, তাবলিগ জামাতের এই বিশ্ব ইজতেমা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হবে। ইজতেমার প্রথম পর্ব ২০২৪ সালের ২ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি এবং দ্বিতীয় পর্ব ৯ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি টঙ্গীর তুরাগ তীরে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্বের ইজতেমায় মাওলানা জোবায়েরের পক্ষের লোকজন অংশ নেবেন। আর দ্বিতীয় পর্বে অংশ নেবেন মাওলানা সাদের অনুসারীরা। ১৯৬৭ সাল থেকে টঙ্গীর তুরাগ তীরের বিশাল ময়দানে বিশ্ব ইজতেমা হচ্ছে। আর বিশ্ব ইজতেমা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২০১১ সাল থেকে।

বন্ধু সুয়ারেজের মুখোমুখি মেসি

আপনজন ডেস্ক: সবশেষ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলন কাতার বিশ্বকাপে। সেই থেকে লম্বা বিরতির পর উরুগুয়ে জাতীয় দলে ফিরলেন লুইস সুয়ারেস। চলতি মাসের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে ডাক পেলেন এই স্ট্রাইকার। আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য সোমবার ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন মার্সেলো বিয়েলসা। কোচের ভাবনায় শুরুতে আরেক অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার এদিনসন কাভানিও ছিলেন, কিন্তু চোট পেয়ে ছিটকে যান তিনি। তিনিও ছিলেন গত বিশ্বকাপের দলে।

উরুগুয়ের হয়ে ১৩৭ ম্যাচে ৬৮টি গোল করা সুয়ারেস সবশেষ জাতীয় দলকে প্রতিনিধিত্ব করেন কাতার বিশ্বকাপে ঘানার বিপক্ষে ম্যাচে। ওই টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় লাতিন আমেরিকার দেশটি। বাছাইয়ের আসছে দুই ম্যাচে ৩৬ বছর বয়সী সুয়ারেসের সামনে হাতছানি আছে দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার হওয়ার। ২৯ গোল নিয়ে এই তালিকায় সাবেক লিভারপুল তারকা আছেন দুইয়ে। ৩১ গোল নিয়ে তার সামনে আছেন কেবল লিওনেল মেসি। সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ছন্দে রয়েছেন সুয়ারেজ। জাতীয় দলের হয়ে ৬৮টি গোল দেওয়া এ তারকা ব্রাজিলিয়ান ক্লাব গ্রেমিওর হয়ে এবার ২৯ ম্যাচে করেছেন ১৬টি গোল। তবে বিয়েলসা গত মে'তে উরুগুয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে জাতীয় দলে আর দেখা যায়নি তাকে। গত বছর কাতারে বিশ্বকাপ থেকে গ্রুপ পর্বে বিদায় নেওয়ার পর আগামী বৃহস্পতিবার আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটি হবে জাতীয় দলের হয়ে তার প্রথম। বাছাইয়ের পয়েন্ট তালিকায় ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে। সমান পয়েন্টে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে তিন ও চারে আছে যথাক্রমে ব্রাজিল ও ভেনেজুয়েলা। আগামী শুক্রবার ভোর ৬টায় আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে নামবে উরুগুয়ে। এরপর আগামী ২১ নভেম্বর তাদের প্রতিপক্ষ বলিভিয়া।

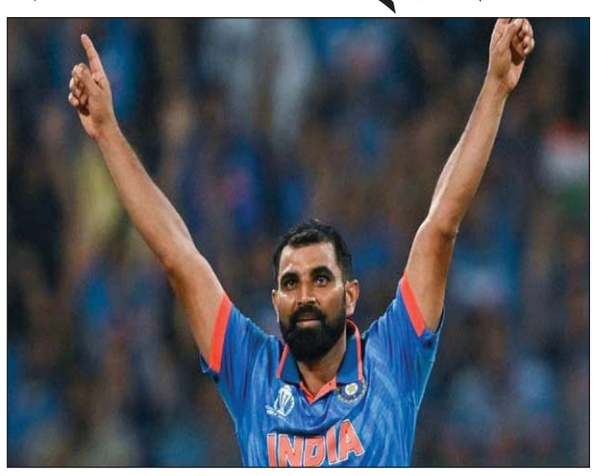

বিশ্বকাপে শামির দ্রুততম ৫০ উইকেট

আপনজন ডেস্ক: শঙ্কা, ভয়, ফিসফাস- নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পারবে তো ভারত! কিউইরা যেন বিশ্বকাপে ভারতের যমদূত। ২০১৯ এ ওল্ড ট্রাফোর্ডে বিরাট কোহলির দলকে দেখিয়ে দিয়েছিল দেশে ফেরার পথ। এবার নিজ মাঠেও কি হবে একই পরিণতি! তবে এবার নিজ মাঠে যেন অন্য এক ভারত। টানা ৯ ম্যাচ জিতে মেফিাইনালের টিকিট কেটেছিল। আর সেমিফাইনালে ব্যাটারদের দিনে বল হাতে ঝড় তুললেন মোহাম্মদ শামি। মুম্বইয়ে এদিন সেঞ্চুরি করলেন দুই দলের তিন ব্যাটার। তবে বল হাতে ৭ উইকেট নিয়ে দিনশেষে অন্যতম নায়ক মোহাম্মদ শামি।

তৃতীয় উইকেট জুটিতে কেন উইলিয়ামসন ও ড্যারিল মিচেল প্রতিরোধ গড়েছিলেন। ভারতের দেওয়া ৩৯৮ রান তাড়ায় ৩৯ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রানের জুটিতে নিউজিল্যান্ডকে খেলায় রাখেন এ দুই ব্যাটার। এই জুটি ভাঙতে হাপিত্যেশ অবস্থা ভারতীয় বোলারদের। ত্রাতা হয়ে আসেন মোহাম্মদ শামি।

মিড অনে সহজ ক্যাচ ছেড়েছিলেন মোহাম্মদ শামি। বল টেনে খেলার চেষ্টা করেন কেন উইলিয়ামসন তবে টাইমিং হয়নি। ক্যাচ যায় একদম শামি বরাবর। কিন্তু মুঠোয় রাখতে পারেননি তিনি। এই ক্যাচ ছাড়ার পর মনে হচ্ছিলো হয়তো ম্যাচটাই ছুটে যাবে ভারতের হাত থেকে। কারণ কেন আর মিচেল মিলে দলকে টেনে নিয়ে যান ২২০ রানে। এর মধ্যে মিচেল ছুঁয়ে ফেলেন তার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৮৫ বলে ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরি।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবারো বল তুলে দেওয়া শামির হাতে। ক্যাচ ছেড়ে দলকে বিপদে ফেলা শামিই দলকে করলেন উদ্ধার। সাজঘরে ফেরালেন কিউই অধিনায়ককে। ৭৩ বলে এক ছক্কা ও আট চারে ৬৯ রান করেন উইলিয়ামসন। এক বল পর আবার আঘাত হানেন তিনি। তার দারুণ এক ডেলিভারিতে এলবিডব্লিউ হয়ে যান টম ল্যাথাম। দুই বল খেলা কিপার-ব্যাটসম্যান খুলতে পারেননি রানের খাতা। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে তিনি ৪ বার নিলেন ৫ উইকেট। আর চলতি আসরে এটি তার তৃতীয় ৫ উইকেট। একই মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ উইকেট নিয়ে মিচেল স্টার্কের পাশে বসেছিলেন শামি। এবার তাকে ছাড়িয়ে গেছেন ভারতের অভিজ্ঞ পেসার।

বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম বোলার হিসেবে ৫০ উইকেটের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন তিনি। তাতেই গড়েছেন বিশ্বকাপে দ্রুততম ৫০ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। মাত্র ১৭ ইনিংসে ৫০ উইকেটের মালিক শামি। এর আগে ১৯ ইনিংসে এই মাইলফক স্পর্শ করে রেকর্ডের মালিক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল স্টার্ক। বলের হিসাবেও এই তালিকায় সবার ওপরে শামি। মাত্র ৭৯৫ বলে বিশ্বকাপে উইকেটের ফিফটি ছুঁয়েছেন তিনি। স্টার্ক ৫০ উইকেট নিতে বল করেছিলেন ৯৪১টি। ১১০০ বলের নিচে আর কোনো বোলার ৫০ উইকেট নিতে পারেননি। সব মিলিয়ে সপ্তম বোলার হিসেবে বিশ্বকাপে ৫০ উইকেটের এলিট ক্লাবে শামি।

পিচ বদলানোর অভিযোগ নিয়ে আইসিসিতে ভরসা কামিন্সের

আপনজন ডেস্ক: মেইল অনলাইনের এক প্রতিবেদনে যেন অনেকেই নড়েচড়ে বসেছেন! মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আজ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছে ভারত। আইসিসির অনুমতি না নিয়েই ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এই ম্যাচের উইকেট পরিবর্তন করেছে বলে বিশেষ প্রতিবেদনে দাবি করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন। সেমিফাইনাল জিতে ভারত ফাইনালে উঠতে পারলে 'তারা একই কাজ করতে পারে', এমন দাবিও করেছে সংবাদমাধ্যমটি। যদি এমনটা হয় নিঃসন্দেহে সেটা অন্য দলগুলোর জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে। যদিও অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন নন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আগামীকাল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মাঠে নামার আগে আজ আইসিসির ওপরই ভরসা রাখার কথাই জানিয়েছেন কামিন্স। সংবাদ সম্মেলনে কামিন্সের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মেইল অনলাইনের প্রতিবেদন তাঁর চোখে পড়েছে কি না? কোন পিচে খেলা হবে–এ বিষয়ে আইসিসির সিদ্ধান্তে ভারতের প্রভাব থাকতে পারে কি না আর এ বিষয়ে তাঁর কোনো উদ্বেগের জায়গা আছে কি না? কামিন্সের উত্তর, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি। অবশ্যই আইসিসির স্বাধীন পিচ কিউরেটর আছে, যে পুরো বিষয়টা দেখভাল করে। আমি নিশ্চিত, পিচ যেন কোনো দলকে বাড়তি সুবিধা না দেয়, সেটা তারা নিশ্চিত করবে। তবে এখন পর্যন্ত (বিশ্বকাপে) যতগুলো ম্যাচ খেলেছি, কোনো সমস্যা লক্ষ করিনি।'

আইসিসির এই ইভেন্টে উইকেট প্রস্তুত করা হয়েছে সংস্থাটির কনসালট্যান্ট অ্যান্ডি অ্যাটকিনসনের তত্ত্বাবধানে। কোন ম্যাচ কোন উইকেটে খেলা হবে, এ বিষয়ে আয়োজক দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আগেভাগেই সবকিছু চূড়ান্ত করে রেখেছিলেন অ্যাটকিনসন। কিন্তু মেইল অনলাইন প্রতিবেদনে দাবি করেছে, টুর্নামেন্ট এগিয়ে চলার সঙ্গে অ্যাটকিনসনের সঙ্গে সেই চুক্তিকে আর পাত্তা দেওয়া হয়নি। ভারত-নিউজিল্যান্ড আজকের সেমিফাইনাল ম্যাচটি এমন উইকেটে খেলা হবে, যেখানে এর আগে দুটি ম্যাচ হয়েছে। ভারতের স্পিনারেরা যেন সাহায্য পান, সে জন্যই এমন ব্যবস্থা বলে দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

ভারত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচের জন্য ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৭ নম্বর উইকেট পূর্বনির্ধারিত ছিল। লিগ পর্বে এ মাঠে অনুষ্ঠিত চার ম্যাচের একটিও ৭ নম্বর উইকেটে খেলা হয়নি। সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে, আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের ৫০ জনের বেশি অফিশিয়ালের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের খুদে বার্তা থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ ৭ নম্বর উইকেট থেকে সরিয়ে ৬ নম্বর উইকেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। লিগ পর্বে এই উইকেটে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিফাইনাল ম্যাচের উইকেট পাল্টানো নিয়ে অ্যাটকিনসনকে পরিষ্কার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

ম্যাচ শুরুর আগে ধারাভাষ্যকার দিনেশ কার্তিকও বলেছেন, ৬ নম্বর উইকেটেই ম্যাচ হচ্ছে। এই উইকেটে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পাবেন।

পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বাবর আজম

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি–তিন সংস্করণ থেকেই পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বাবর আজম। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় তিনি এ ঘোষণা দেন। পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার আগে পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের সঙ্গে দেখা করেন বাবর। নেতৃত্ব ছাড়লেও তিন সংস্করণেই খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন ২৯ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান।

বাবরকে সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল ২০১৯ সালে। টেস্টের দায়িত্ব পান ২০২০ সালে। চার বছর ধরে অধিনায়কত্ব করলেও তাঁর নেতৃত্বে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গেছে সাবেক ক্রিকেটারদের। এ সময়ে পাকিস্তান আইসিসির কোনো টুর্নামেন্টও জেতেনি। এ বছর ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর দল হিসেবে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু ৯ ম্যাচের পাঁচটিতে হেরে লিগ পর্ব থেকেই দলটি বিদায় নেয়।

টুর্নামেন্টে বাবরও নিজের মান অনুযায়ী খেলতে পারেননি। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলতে নেমে কোনো শতক পাননি, ৯ ইনিংসে ৪০ গড়ে করেন ৩২০ রান। দলের নেতৃত্বের চাপ বাবরের ব্যাটেও ছাপ ফেলেছে বলে সমালোচনা আরও জোরালো হয়।

নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে বুধবার পিসিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যান বাবর। পাকিস্তানের জিও সুপার জানায়, বাবরকে শুধু টেস্ট অধিনায়কত্ব রেখে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ছেড়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। পিসিবি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইনস্টাগ্রামে পদত্যাগ-বার্তা পোস্ট করেন বাবর। সেখানে চার বছরের অধিনায়কত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরা তিনি লিখেছেন, 'এ সময়ে আমি মাঠ ও মাঠের বাইরে নানা উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি। তবে সব সময়ই ক্রিকেট-বিশ্বে পাকিস্তানের গৌরব ও সম্মান বজায় রাখার দিকে লক্ষ রেখেছি।' খেলোয়াড়, কোচ ও ম্যানেজমেন্টের সমন্বিত অবদানে পাকিস্তান তাঁর নেতৃত্বে সাদা বলের ক্রিকেটে ১ নম্বর দল হওয়ায় এবং সমর্থন জোগানোয় সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বাবর।

পদত্যাগের ঘোষণা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'আজ আমি পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে সব সংস্করণ থেকে পদত্যাগ করছি। এটা কঠিন সিদ্ধান্ত, তবে আমার মনে হয় এটাই সঠিক সময়।' নতুন অধিনায়ককে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়ে তিন সংস্করণে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান বাবর।

জিও সুপার জানিয়েছে, পাকিস্তানের পরবর্তী টেস্ট সিরিজে অধিনায়ক হতে পারেন শান মাসুদ, টি-টোয়েন্টির দায়িত্ব পেতে পারেন শাহিন আফ্রিদি।

কোহলির কাছে রেকর্ড খুইয়েও শচীনের উচ্ছ্বাস

আপনজন ডেস্ক: ইডেন গার্ডেনে ৩৫তম জন্মদিনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শচীন তেন্ডুলকারের ৪৯ ওয়ানডে শতকের রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন বিরাট কোহলি। এরপর তেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে শতকের অর্ধশতক পাওয়া ছিল শুধুই সময়ের ব্যাপার। কোন মুহূর্তটিকে কোহলি শেষ পর্যন্ত রাঙাবেন, সেটিই ছিল দেখার অপেক্ষা। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পরের ম্যাচে অর্ধশতক করে আউট হওয়ার পর সবার দৃষ্টি তাক করা ছিল ওয়াংখেড়ের সেমিফাইনালের দিকে। সবার একটাই কৌতূহল, কোহলি কি পারবেন ওয়াংখেড়েকে উচ্ছ্বাসে ভাসাতে? তার ওপর বড় মঞ্চে জ্বলে উঠতে না পারার দুর্নামও ঘোচানোর অপেক্ষা তো আছেই।

কোহলিও যেন মাইলফলক গড়তে পাখির চোখ করেছিলেন এই ম্যাচকে। ৯০ পেরোনোর পর স্নায়ুচাপটুকু বাদ দিলে পুরো ইনিংসটি খেলেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ৪২তম ওভারে শতকে পৌঁছেই মেতে ওঠেন আবেগপ্রবণ উদযাপনে। লাফিয়ে উঠেছেন, হাঁটু গেড়ে বসেছেন। তারপর দাঁড়িয়ে উড়ন্ত চুমু বিনিময় করেছেন গ্যালারিতে উপস্থিত স্ত্রী আনুশকা শর্মার সঙ্গে। রেকর্ড গড়ার আনন্দটা যেন শরীর-মন সবটা দিয়েই উপভোগ করলেন কোহলি। গ্যালারির এক অংশে ছিলেন যাঁর রেকর্ড ভেঙেছেন, সেই তেন্ডুলকারও। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে নিজের রেকর্ড ভাঙার মুহূর্তটা উপভোগ করেছেন কিংবদন্তি তেন্ডুলকারও। হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন কোহলিকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোহলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট দিতেও দেরি করলেন না মাস্টার ব্লাস্টার। শুধু তেন্ডুলকারই নন, ক্রিকেট-বিশ্বের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন কোহলিকে।

ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তেন্ডুলকার লিখেছেন, 'প্রথমবার আমি যখন তোমাকে ড্রেসিংরুমে দেখেছি, আমার পা ছোঁয়া নিয়ে সবাই তোমার সঙ্গে মজা করছিল। সেদিন আমি হাসি থামাতে পারিনি। কিন্তু দ্রুতই নিজের দক্ষতা ও আবেগ দিয়ে তুমি আমার হৃদয় ছুঁয়েছ। আমি খুবই আনন্দিত যে তরুণ সেই ছেলে এখন "বিরাট" খেলোয়াড়ে রূপান্তরিত হয়েছে।'

এরপর নিজের রেকর্ড ভাঙা নিয়ে তেন্ডুলকার আরও লিখেছেন, 'একজন ভারতীয় আমার রেকর্ড ভেঙেছে, এর চেয়ে আনন্দের কিছু আর হতে পারে না। আর এত বড় মঞ্চে, বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আমার নিজের মাঠে সেটি করতে পারা যেন আইসিং অন দ্য কেক।'

কোহলির সেঞ্চুরি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল ভনও। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'অবিশ্বাস্য কিছু দেখার জন্য মুম্বাইয়ে উপস্থিত থাকতে পারা বিশেষ কিছু। বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল। হিরো শচীন তেন্ডুলকার স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দেখছেন এবং কোহলি এর মধ্যেই তার ৫০তম শতকটা করলেন। নিশ্চিতভাবেই সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড়।'

পাকিস্তানের অলরাউন্ডার শোয়েব মালিক লিখেছেন, 'কুর্নিশ নাও বিরাট! দারুণ মাইলফলক। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের চেয়ে ভালো কোনো উপলক্ষ আর হতে পারত না। খেলাটির প্রতি তোমার প্রতিশ্রুতি ও নিবেদন তোমাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সফলতার সবটুকু তোমার প্রাপ্য।'

একজন ভারতীয় আমার রেকর্ড ভেঙেছে, এর চেয়ে আনন্দের কিছু আর হতে পারে না।

সবাই এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন জানিয়ে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সুরেশ রায়না লিখেছেন, 'এটা সেই মুহূর্ত, আমরা সবাই যার অপেক্ষায় ছিলাম। মায়েস্ত্রো বিরাট কোহলি আরেকটি অসাধারণ শতক পেয়েছে এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি শতকের মাইলফলকটি অর্জন করেছে।'

দিয়ে লিখেছেন, 'যে কারণে গোট (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম)।'

বাংলাদেশের আরেক ব্যাটসম্যান লিটন দাস লিখেছেন, 'অভিনন্দন বিরাট। ৫০তম শতক। অবিশ্বাস্য অর্জন।'

ভারতের সাবেক ফাস্ট বোলার ইরফান পাঠান লিখেছেন, 'বিরাট কোহলি ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণকক্ষ।' আর সাবেক স্পিনার হরভজন সিং লিখেছেন, 'বাধা অতিক্রম করে নতুন করে রেকর্ড লেখা হলো। বিরাট কোহলি এখন প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫০ শতকের মাইলফলক অর্জন করলেন।'

টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি শ্রেয়াসের

আপনজন ডেস্ক: কিউই পেসার টিম সাউদির ডেলিভারি লং অনে ঠেলে সিঙ্গেল নিলেন শ্রেয়াস আইয়ার সেঞ্চুরি। এতে সেঞ্চুরির পূরণের সঙ্গে গর্বের এক রেকের্ডেও নাম উঠে গেল তার। গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন বিরাট কোহলি ও শ্রেয়াস আইয়ার। বিশ্বকাপের ৪৮ বছরের ইতিহাসে সেমিফাইনালের এক ইনংসে কোনো দলের দুই সেঞ্চুরির ঘটনা এটাই প্রথম।

গতকাল মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে মাঠে মারকুটে ইনিংসে ৬৭ বলে শতক পূর্ণ করেন শ্রেয়াস। শেষ পর্যন্ত ৭০ বলে ১০৫ রান করে আউট হন তিনি। চলতি বিশ্বকাপে এটি শ্রেয়াস আইয়ারের টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। গ্রুপপর্বে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। টানা চারটি ৫০-পেরোনো ইনিংস, টানা দুটি শতক শ্রেয়াসের। এবারের বিশ্বকাপে ১০ ইনিংস খেলে শ্রেয়াস আইয়ারের সংগ্রহ ৫২৬ রান। জোড়া সেঞ্চুরিতে শেষ পর্যন্ত ভারতের সংগ্রহ পৌঁছে যায় ৩৯৭ রানে। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে কোনো দলের এটিই সর্বোচ্চ স্কোর। আগের সর্বোচ্চ ছিল অস্ট্রেলিয়ার। ২০১৫ সালে সিডনিতে ভারতের বিপক্ষে তারা তুলেছিল ৭ উইকেটে ৩২৮ রান।

শুরু থেকে আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন আয়ার। ৪ ছক্কায় ৩৫ বলে তিনি পূরণ করেন হাফসেঞ্চুরি। আর সেঞ্চুরি পূরণ করেছেন ৬৭ বলে। পরের ৫০ নিতে বল খেলেছেন ৩২টি। ৮টি ছক্কা এবং ৪টি চারে খেলা তাঁর ৭০ বলে ১০৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংসটা স্মরণীয় হয়ে থাকল।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**